সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৩৭৩
WEEKLY BOOKLET:373

বয়ানাতে গাউসে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه

(সাথে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বাণী)

তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়	৪
মধুময় বিষ	১৯
দুনিয়া ও আখিরাতের উদাহরণ	৩৪
প্রতিটি বিপদের পর স্বস্তি	৫০

শায়খে তরীকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی خَاتَمِ النَّبِیّٖنَ ط

اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ط

বয়ানাতে গাউসে আযম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ

(সাথে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ এর বাণী)

দোয়ায়ে আত্তার: হে মুস্তফার প্রতিপালক! যে কেউ এই **"বয়ানাতে গাউসে আযম** رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ**"** পুস্তিকা পড়ে বা শুনে নিবে তাকে তোমার ওলী বানিয়ে নাও আর তার মা-বাবাকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করে জান্নাতুল ফেরদৌসে প্রবেশ করাও। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

দরুদে পাকের ফযিলত

হযরত উবাই বিন কা'ব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আরয করলেন আমি (সমস্ত যিকির, অযিফা ছেড়ে দিবো এবং) নিজের সমস্ত সময় দরুদ পাঠ করার মধ্যে ব্যয় করবো। তো নবীয়ে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: এটা তোমার চিন্তাভাবনা দূরীভূত করার জন্য যথেষ্ট হবে এবং তোমার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। **(তিরমিযী, ৪/২০৭ পৃ:, হাদীস: ২৪৬৫)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

নেককার লোকদের আলোচনার মর্যাদা

হযরত সুফিয়ান বিন উয়াইনা رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: عِنۡدَ ذِکۡرِ الصَّالِحِیۡنَ تَنۡزِلُ الرَّحۡمَۃُ "নেককার লোকদের আলোচনার সময় রহমত অবতীর্ণ হয়।"

(হিলয়াতুল আউলিয়া, ৭/৩৩৫ পৃ:, নং: ১০৭৫০)

www.dawateislami.net

যখন আল্লাহ পাকের নেককার বান্দাদের আলোচনার সময় রহমত নাযিল হয় তখন আল্লাহ পাকের আউলিয়াদের আলোচনার সময় কেমন রহমত অবতীর্ণ হবে আর যখন ওলীদের সর্দার, শাহেনশাহে বাগদাদ শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর সুমহান আলোচনা হবে তখন কেমন মুষলধারে রহমত ও নুর এবং তাজাল্লি বর্ষণ হবে। আল্লাহ পাকের নেককার বান্দা বিশেষ করে আমার পীর ও মুর্শিদ, হুযুরে গাউসে পাক সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর মহান আলোচনা হতে থাকবে। اِنۡ شَآءَالله

১৫ বছর পর্যন্ত প্রতিদিন নামাযে কুরআনে পাকের খতম

আমার পীর ও মুর্শিদ সরকারে গাউসে আযম শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ নিয়ামতের আলোচনা (অর্থাৎ আপন প্রতিপালকের নিয়ামতের বহিঃপ্রকাশ করতে গিয়ে) এবং তাঁর গোলামদের উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন: আমি ২৫ বছর পর্যন্ত ইরাকের মরুভূমিতে ঘুরাফেরা করতে রইলাম আর চল্লিশ বছর ইশারের অযু দিয়ে ফজরের নামায আদায় করেছি। পনের বছর প্রতিদিন ইশারের নফলে কুরআনে করীম খতম করতেন। প্রাথমিক পর্যায়ে নিজের শরীরে রশি বেঁধে সেটার দ্বিতীয় মাথা দেয়ালে বিদ্ধ খুঁটিতে বেঁধে দিতেন যাতে যদি ঘুম চলে আসে সেটার টানে চোখ খুলে যায়। **(বাহজাতুল আসরার, ১১৮ পৃ:)**

হুযুরে গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: একরাত আমি যখন আমার ইবাদত শুরু করার জন্য মনস্থির করলাম তো নফস অলসতা করে কিছুক্ষণের জন্য ঘুমিয়ে পরে ওঠে ইবাদত করার পরামর্শ দিলো, যেই

www.dawateislami.net

স্থানে আমি এই খেয়ালটি করেছিলাম সেই স্থানে এবং সেই সময়ে এক পায়ের ওপর দাড়িয়ে এক খতম কুরআনে পাক আদায় করলাম।

(তুহফাতুল কাদেরীয়া, ৪০ পৃ:। সাপের বেশে জ্বিন, ১৫ পৃ:)

আমার মুর্শিদ গাউসে আযম শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ এর প্রতি ভালোবাসা পোষণকারীরা! আমার মুর্শিদের ব্যাপারে আপনারা পড়েছেন যে, তিনি কেমন ইবাদত করতেন আর নফসের পক্ষ থেকে কুমন্ত্রণা আসলো তো তাকে কী চমৎকার শাস্তি দিলেন।

সরকারে বাগদাদ হুযুরে গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ তো এতো পরিমাণ ইবাদত করতেন আর আমরা তার অনুসারীরা যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযও পড়তে না পারি তাহলে আমরা কোন ধরনের আশিকানে গাউসুল আযম? খুবই মনযোগ দেয়ার একটি বিষয়।

মনে রাখবেন! যদি আমরা নফস ও শয়তানের সামান্য আকাঙ্খা মেনে নিই তো এটি আমাদের মাধ্যমে তার সমস্ত আকাঙ্খা পূরণ করতে চাইবে যেমন ফজরের নামাযের জন্য কারো চোখ খুললো, সে চিন্তা করলো যে, এখন তো আযান হচ্ছে অথবা জামাতে সময় তো আরও অনেক বাকী আছে সুতরাং আরও কিছুক্ষণ শুয়ে থাকি আর ঘুমিয়ে গেলো তো অনেক সময় এমন হয়ে থাকে যে, রাতে দেরীতে ঘুমানোর কারণে ফজরের নামাযের জন্য চোখ খুলে না আর না কেউ জাগ্রত করে দেয়ার মতো থাকে তখন জরুরী হলো তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে যাওয়া কেননা ফুকাহায়ে কেরামগণ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام বলেন: “যখন এই আশঙ্কা হবে যে, সকালের নামায কাযা হয়ে যাবে তখন শরয়ী প্রয়োজন ব্যতীত রাতে বেশিক্ষণ সময় জাগ্রত থাকা নিষেধ।” **(ফয়যানে নামায, ৯২ পৃ:। দুররে মুখতার, ২/৩৩ পৃ:)**

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

হুযুরে গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর প্রভাব সম্পন্ন বয়ানাত থেকে কিছু মাদানী ফুল অর্জন করি যেমন তিনি তাঁর কিতাব "কুতুল কুলুব" এর ১৭ পৃষ্ঠায় লিখেন: মুসলমানের জন্য সর্বাবস্থায় তিনটি বিষয় আবশ্যক: (১)আল্লাহ পাকের হুকুমের ওপর আমল করা (২) তার নিষেধকৃত বিষয়াদি থেকে বেঁচে থাকা এবং (৩)আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির ওপর রাজি থাকা। আমার মুর্শিদ বলেন: একজন মুসলমানের কমপক্ষে এই অবস্থা হওয়া উচিত যে, এই তিনটি জিনিস থেকে কোন অবস্থাতে খালি না হওয়া। **(ফতহুল গাইব, (উর্দু))** অর্থাৎ এই তিনটি বিষয় তার মধ্যে থাকা প্রয়োজন।

হে আশিকানে রাসূল! একটু ভেবে দেখুন! আমরা কি গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর বাণীর উপর আমল করি? অবশ্যই নামায, যাকাত, হজ্ব ও রোযা মুসলমানের উপর বিভিন্ন শর্ত সাপেক্ষে ফরয আমরা কি আল্লাহ পাকের এই বিধানবলির ওপর আমল করি? নানায়ে গাউসে আযম, রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেন ইসলামের মূল ভিত্তি হলো পাঁচটি জিনিসের ওপর: (১) এই বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ পাক ব্যতীত কেউ ইবাদতের যোগ্য নয় আর মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার একনিষ্ট বান্দা ও রাসূল এবং (২) নামায কায়েম করা (৩) যাকাত দেয়া (৪) হজ্ব করা এবং (৫) রমযানের রোযা রাখা। **(বুখারী, ১/১৪, হাদীস: ৮)** অপর এক হাদীসে পাকে রয়েছে, আল্লাহ পাক এটা পছন্দ করেন যে, তার প্রদত্ত ফরযসমূহের ওপর আমল করা হোক। **(ইবনে হাব্বান, ৫/২৩১ পৃ:, হাদীস: ৩৫৬০)**

নামায ও রোযা ও হজ্ব ও যাকাত কি তাওফিক
আতা হো উম্মতে মাহবুব কো সদা ইয়া রব

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৮৮ পৃ:)

www.dawateislami.net

আউলিয়ায়ে কেরাম শরীয়তের অনুসারী হয়ে থাকেন

হে আশিকানে গাউসে আযম! আমাদের মুর্শিদ, হুযুর সায়্যিদুনা গাউসে পাক শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বাণীর দ্বিতীয় অংশ: "আল্লাহ পাকের নিষেধকৃত কার্যাদি থেকে বেঁচে থাকা।" হায়! আমাদের এটার ওপরও আমল করা নসিব হয়ে যেতো। আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আল্লাহ পাকের ওলীরা নামাযী, যারা আল্লাহ পাকের ফরযকৃত পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়েন এবং সাওয়াবের জন্য রমযানের রোযা রাখেন এবং খুশি মনে সাওয়াবের জন্য যাকাত আদায় করেন এবং আল্লাহ পাকের নিষেধকৃত কবীরা (অর্থাৎ বড়) গুনাহ থেকে বেঁচে থাকেন।" **(মু;জামে কবীর, ১৭/৪৮, হাদীস: ১০১)** "কাশফুল আসরার" কিতাবে এই হাদীসে পাক উল্লেখ করা হয়েছে যে "আল্লাহ পাক" এর নিষেধকৃত বিষয়াদি থেকে বিন্দু পরিমাণ কাজ থেকেও বেঁচে থাকা জ্বিন ও মানুষের ইবাদতের চেয়ে উত্তম। **(কাশফুল আসরার, ১/১৫৪)**

হাজার রাকাত নফল নামায পড়ার তুলনায় কোন মুসলমানের মনে কষ্ট না দেয়া উত্তম। এইভাবে একবার গিবত করা থেকে বেঁচে থাকা জ্বিন ও মানুষের ইবাদতের চেয়ে উত্তম। গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা ক্ষতিকারক বিষয়গুলো উপকারী বিষয়গুলোর ওপর অগ্রাধিকার থাকে অর্থাৎ উপকার অর্জন করা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকা এটা আরো জরুরী হয়ে থাকে, এজন্য মানুষের উচিত কখনো গুনাহ না করা এবং নেকী করতে থাকা, এটাকেও না ছাড়া।

www.dawateislami.net

মুখে প্রভাব সৃষ্টি করার আমল

হযরত আল্লামা আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যে ব্যক্তি আপন প্রতিপালকের হুকুম পালন করে, তার নিষেধকৃত বিষয়াদি থেকে বেঁচে থাকে এবং নেক আমল করে (মানুষকে) আল্লাহ পাকের দিকে আহবান করে (অর্থাৎ নেকীর দাওয়াত দেয়) তো তার কথা মান্য করা হবে আর তার কথা অন্তরে প্রভাব ফেলবে। **(তাফসীরে সাভী, ৫/১৮৫১)**

জিসে নেকী কি দাওয়াত দোঁ উসে দে দে হিদায়াত তু
যবাঁ মে দে আছর কর দে আতা যোরে কলম মাওলা

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৯৯ পৃ:)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর উপদেশের ওপর আমল করার বরকত

আমার মুর্শিদ হুযুরে গাউসে পাক শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যখন তুমি আল্লাহ পাকের আনুগত্য ও তার হুকুমের ওপর আমলকারী হবে, তার নিষেধকৃত কার্যাদি থেকে বেঁচে থাকবে এবং তার তাকদির (তিনি যা কিছু তোমার জন্য নির্ধারণ করেছেন সেটার) মান্যকারী হবে তখন তিনি তোমাকে অনিষ্টতা থেকে বাঁচাবেন এবং তোমার ওপর আপন অনুগ্রহ (কল্যাণ) বাড়িয়ে দিবেন। **(শরহে ফাতুহুল গাইব (উর্দু) ২৩৮)**

সকাল ও সন্ধা ইবাদত করো

অন্য এক স্থানে আমার মুর্শিদ শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: সকাল ও সন্ধা আল্লাহ পাকের আনুগত্য করতে থাকো

www.dawateislami.net

যখন তুমি এমনটি করবে তো ইজ্জত ও কারামত (অর্থাৎ মর্যাদার) মুকুট তোমার মাথায় থাকবে। **(আল ফাতহুল রাব্বানী ওয়াল ফয়যুর রহমানী, ৫১ পৃ:)**

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কঠোরতা দূরীভূত হয়ে গেলো

হযরত ইমাম আব্দুল ওয়াহাব শা'রানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ "তাবাকাতে কুবরা" কিতাবে হুযুরে গাউসে আযম শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ 'র এই বাণীটি লিপিবদ্ধ করেন যে, শুরুর দিকে আমার ওপর বিপদ, আপদ আসে যখন এসব বেড়ে গেলো তো আমি অস্তির হয়ে যমিনের ওপর শুয়ে পড়লাম আর আমার মুখে কুরআনে পাকের এই দুইটি আয়াতে মুবারকা জারী হয়ে গেলো:

اِنَّ مَعَ الۡعُسۡرِ يُسۡرًا ۙ﴿۶﴾
فَاِنَّ مَعَ الۡعُسۡرِ يُسۡرًا ؕ﴿۵﴾

(পারা: ৩০, সূরা আলাম নাশরাহ, আয়াত: ৫,৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সুতরাং নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে, নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে।

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه এই আয়াতগুলোর বরকতে আমার সকল বিপদ দূরীভূত হয়ে গেলো।"

ওয়াহ কিয়া মরতবা এ গাউস হে বালা তেরা
উঁচি উঁচো কে সারো ছে কদম আ'লা তেরা

(হাদায়িকে বখশিশ, ১৯ পৃ:)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর ৪টি বাণী

(১) খোদাভীতি

আমার মুর্শিদ হুযুরে গাউসে পাক শায়খ আব্দুল কাদির رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: হে আল্লাহ পাকের বান্দারা! তোমরা আল্লাহ পাকের ব্যাপারে নির্ভয় হয়ো না বরং ভয়কে[১] আবশ্যক করে নাও, যদি আল্লাহ পাক জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি না করতেন তখনোও তার সত্তার এই বিষয়ের উপযুক্ত ছিলো যে, তাকে ভয় করা হোক আর তাঁর ওপর ভরসা রাখা হোক। তাঁর আনুগত্য করো, তাঁর হুকুমের ওপর আমল করো ও তাঁর নিষেধকৃত কার্যাদি থেকে বিরত থাকো, তোমরা তাঁর দরবারে তাওবা করো এবং তাঁর সামনে অতিশয় বিনয় ও কান্নাকাটি করো আর যখন তোমরা সত্যমনে তাওবা করবে আর অটলতার সাথে নেকী করতে থাকবে তখন আল্লাহ পাক তোমাদের কল্যাণ দান করবেন। **(আল ফাতহুর রাব্বানী, ৭৫ পৃ:)**

তু ডর আপনা ইনায়াত কর, রেহে ইস ডর ছে আঁখে তর
মিটা খওফে জাহাঁ দিল ছে মিঠা দুনিয়া কা গাম মাওলা

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৯৮ পৃ:)

(২) আল্লাহ পাকের নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকো!

(হে নির্বোধ মানুষ!) একটু চিন্তা করে দেখো! যখন এই নশ্বর দুনিয়া অর্জন করা মেহনত ও কষ্ট ব্যতীত সম্ভব নয় (অর্থাৎ দুনিয়ার ধ্বংসপ্রাপ্ত নিয়ামতের জন্য পরিশ্রম করতে হয়) তাহলে সেই বিষয় যা

১. খোদাভীতির অর্থ হল আল্লাহ পাকের মহত্ব, তার অসন্তুষ্টতা, তার পাকড়াও ও তার পক্ষ থেকে দেয়া শাস্তির কথা চিন্তা করে মানুষের হৃদয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি হওয়া। **(খওফে খোদা, ১৪ পৃ:। ইহয়াউল উলুম, ৪/১৯০)**

www.dawateislami.net

আল্লাহ পাকের নিকট রয়েছে (এবং চিরস্থায়ী) সেগুলো সাধনা ও পরিশ্রম ব্যতীত কিভাবে পাওয়া সম্ভব? **(আল ফাতহুর রব্বানী, ২২২ পৃ:)**

অর্থাৎ জান্নাতেও যেতে চাও আর নেকীও করবে না, এই চিন্তাধারা করিও না বরং তাঁর ইবাদত করো এবং তাঁর নাফরমানী করা থেকে নিজেকে হেফাযত করো।

ইবাদত মে গুযরে মেরি জিন্দেগানী করম হো করম ইয়া খোদা ইয়া ইলাহী
মুসলমাঁ হে আত্তার তেরি আতা ছে হো ঈমান পর খাতিমা ইয়া ইলাহী

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১০৫ পৃ:)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৩) মৃত্যুর প্রস্তুতি

হে আল্লাহ পাকের বান্দাগণ! নিজেদের প্রত্যাশার প্রদীপ নিভিয়ে দাও! নিজেদের লালসার চাদর গুটিয়ে নাও! আর দুনিয়া থেকে বিদায়কারীদের ন্যায় নামায পড়ো। মনে রেখো! মুমিনের এটা উচিত নয় যে, সে ঐ অবস্থায় ঘুমাবে যে, তার লিখা অসিয়ত তার শিয়রে রাখবে না। (সে যেনো তার প্রতিটি রাতকে জীবনের শেষ রাত মনে করে)।

হে বান্দারা! তোমাদের পানাহার, পরিবার ও পরিজন (অর্থাৎ সন্তান-সন্ততির) মধ্যে থাকা ও নিজের বন্ধু-বান্ধবের সাথে মেলামেশা করা একজন বিদায় নেয়া ব্যক্তির ন্যায় হওয়া উচিত, এজন্য যে, যার জীবনের সুতো ও সমস্ত অধিকার অন্যজনের আয়ত্বে রয়েছে তো তাকে এভাবেই দুনিয়াতে থাকা উচিত। **(আল ফাতহুর রব্বানী, ২২০ পৃ:)**

জিন্দেগি অর মউত কি হে ইয়া ইলাহী কাশমাকাশ
জাঁ চলে তেরি রেযা পর বেকাসু মাজবুর কি

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৯৬ পৃ:)

www.dawateislami.net

(৪) নফস ও শয়তানের বিরোধিতা

হুযুরে গাউসে পাক শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: নফস মন্দ বিষয়াদির পরামর্শ দিয়ে থাকে, এটা তার স্বভাব (***Nature***)। একটি সময়ের পর সে সংশোধন হবে অর্থাৎ তার সুধরাতে সময় লাগবে। তোমাদের ওপর আবশ্যক হলো সব সময় নফসের সাথে মুজাহাদাহ (অর্থাৎ খুব প্রচেষ্টা) করতে থাকা। নিজের নফসকে সব সময় বলতে থাকা যে, তোমার ভালো অর্জন তোমাকে উপকার দিবে আর তোমার মন্দ অর্জন তোমার জন্য বিপদের কারণ হবে। অন্য কেউ না তোমার সাথে আমল করবে আর না নিজের আমলের মধ্য হতে কিছু দিবে। নেক আমল করতে থাকা, নফসের সাথে মুজাহাদাহ করা অত্যন্ত জরুরী। তোমার বন্ধু হলো সে যে তোমাকে মন্দ কার্যাদি থেকে বাধা প্রদান করে আর তোমার শত্রু হলো সে যে তোমাকে পথভ্রষ্ট করে। যতক্ষণ পর্যন্ত নফস খারাপ ও মন্দ আকাঙ্খা থেকে পবিত্র হবে না, তার আল্লাহ পাকের দরবারে নৈকট্যতা কিভাবে অর্জন হতে পারে? নিজের নফসের আকাঙ্খা ও প্রত্যাশা শেষ করে দাও, তখনই তোমার নফস তোমার অনুগত ও বাধ্য হবে।

(আল ফাতহুর রব্বানী, ১৩৯, ১৪০ পৃ:)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে গাউসে আযম! আমার পীর ও মুর্শিদ, হুযুরে গাউসে আযম শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর প্রভাব সম্পন্ন বয়ানসমূহ লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন পরিবর্তন করেছে, হাজারো অমুসলিম আমার পীর ও মূর্শিদের বয়ানে প্রভাবিত হয়ে মুসলমান হয়েছে, হযরত সরকারে গাউসে বাগদাদ হুযুরে গাউসে পাক শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী

www.dawateislami.net

رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর একটি বয়ানে "হিংসা" থেকে বেঁচে থাকা সম্পর্কে খুবই সুন্দর পদ্ধতিতে বুঝিয়েছেন কিন্তু প্রথমে এটা শুনে নিন যে, হিংসা কাকে বলে!

হিংসা কাকে বলে?

"ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যা শরীফ" ২৪ খন্ড, ৪২৮ পৃষ্ঠায় হিংসার সংজ্ঞা (***Deffination***) এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে: "কারো নিয়ামত ছিনিয়ে নেয়ার আশা করা।" **(রদ্দুল মুহতার, ১/৬৬)** অর্থাৎ কারো কাছে কোন নিয়ামত থাকলে সেটা যেনো চলে যায়, ছিনিয়ে নেয়, আত্মসাৎ হয়ে যায় এটা কামনা করা, প্রত্যাশা করা হলো "হিংসা" যেটাকে ইংলিশে জিলোসী (***Jealousy***) বলে। যেমন কারো খ্যাতি বা সম্মানের প্রতি ঘৃণার অনুভুতি নিয়ে এই আকাঙ্খা করা যে, সে যেনো কোনোভাবে অপদস্থ হয়ে যায় আর তার প্রসিদ্ধি অথবা সম্মান শেষ হয়ে যায়, তদ্রুপ কোন সম্পদশালীর সম্পদের প্রতি হিংসা করে এটা আশা করা যে, তার সম্পদের ক্ষতি হয়ে যাক আর সে যেনো গরিব হয়ে যায় এরকম আকাঙ্খা করাকে হিংসা বলে।

(মন্দ মৃত্যুর কারণ, ১০ পৃ:)

হিংসার কিছু রূপ

হিংসার অনেকগুলো রূপ রয়েছে: যেমন কারো সুন্দর কণ্ঠস্বরের ব্যাপারে এই আশা করা যে, এর গলা বসে যাক বা তার আওয়াজ ছিনিয়ে নেয়া হোক, কোন মেধাবী শিক্ষার্থীর ব্যাপারে এই আশা করা যে, তার স্মরণশক্তি নষ্ট (***Damage***) হয়ে যাক, কোন শক্তিশালী ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষ রাখা যে, সে দুর্বল হয়ে যাক, এসবকিছু হলো হিংসার উদাহরণ অবশ্য যদি শক্তিশালী লোক অন্যায় করে তখন তার জন্য এই প্রত্যাশা

www.dawateislami.net

করা যে, তার শক্তি হারিয়ে যাক তবে এটা হিংসা নয়। হিংসা হারাম আর জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ।

শয়তানের ঘর ধ্বংসকারী রোগ

আমার মুর্শিদ শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হে লোকসকল! নিজেকে নিজে হিংসা থেকে বাঁচাও কেননা এটা অনেক মন্দ সঙ্গী। হিংসাই হলো সেই মন্দ স্বভাব যেটা শয়তানকে বরবাদ করে তাকে ধ্বংস করে দিয়েছে আর তাকে আল্লাহ পাকের রহমত থেকে দূর করে জাহান্নামী বানিয়েছে, হিংসাই শয়তানকে আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام ফেরেশতা ও সৃষ্টির দৃষ্টিতে অভিশপ্ত বানিয়ে দিয়েছে। কোন বিবেকবান লোক কিভাবে হিংসা করতে পারে? সে কি শুনেনি যে, আল্লাহ পাক কুরআনে করীমের পারা ৫, সূরা নিসা, আয়াত নাম্বার ৫৪ তে কিছুটা এইভাবে বলেন:

اَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلٰى مَاۤ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ

(পারা: ৫, সূরা: নিসা, আয়াত: ৫৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: অথবা মানুষের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে সেটারই ওপর, যা আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে দিয়েছেন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! স্পষ্ট যে, সবাইকে আল্লাহ পাকই দান করেন। হিংসাকারী বান্দা একটু চিন্তা করুন যে, আল্লাহ পাকের দানকৃত নিয়ামতের প্রতি হিংসা করার দ্বারা আল্লাহ পাকের বন্টনের ওপর অসন্তুষ্ট হওয়া নয় কি।

www.dawateislami.net

নেকী ধ্বংসকারী জিনিস

আমার পীর ও মুর্শিদ, হযরত গাউসে আযম শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আরো হাদীসে পাক বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন "হিংসা নেকীকে এমনভাবে গ্রাস করে ফেলে যেমনিভাবে আগুণ লাকড়িকে জ্বালিয়ে দেয়।"

(আবু দাউদ, ৪/৩৬০, হাদীস: ৪৯০৩)

আল্লাহ পাকের ওপর আপত্তি?

শাহেনশাহে বাগদাদ, হুযুরে গাউসে পাক শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হে বৎস! ওলামায়ে রব্বানীয়্যিন (অর্থাৎ আমলদার আলিমগণ) হিংসার ব্যাপারে কত সুন্দর বলেছেন যে, হিংসা নিজের বন্ধু থেকে শুরু হয় আর হিংসাকারী নিজের বন্ধুকেই শেষ করে দেয়। হিংসাকারী লোক হলো হতভাগ্য مَعَاذَالله, আল্লাহ পাকের কাজে, তার সৃষ্ট বস্তু ও তার বন্টনের ওপর আল্লাহ পাকের সাথে ঝগড়া করে (সে যেনো বলছে যে, আল্লাহ পাক অমুক নিয়ামত অমুককে কেনো দিলো? আল্লাহ পাক অমুককে এতো সুন্দর করে কেনো বানিয়েছে? আল্লাহ পাক তাকে এতো সম্পদ কেনো দিয়েছে? ইত্যাদি)। **(জিলাউল খাওয়াতির, ৩ পৃ:)** আল্লাহ পাক! আমাদেরকে হিংসা থেকে হেফাযত করুক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

হাসাদ, ওয়াদা খিলাফি, ঝুট, চুগলি, গিবত ও তুহমত
মুঝে উন সব গুনাহো ছে হো নফরাত ইয়া রাসূলাল্লাহ

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৩৩২ পৃ:)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

আল্লাহ্ পাকের নিয়ামতের দুশমণ

আমার পীর ও মুর্শিদ, হযরত শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: হে মুমিন বান্দা! আমি তোমাকে তোমার প্রতিবেশির পানাহার, পরিধেয় বস্তু, বিবাহ, ঘর ও ধন দৌলত ইত্যাদির নিয়ামত যা আল্লাহ পাক তাকে দান করেছেন সেগুলোর ওপর হিংসা করতে কেনো দেখছি? এটা আল্লাহ পাকের বন্টন, তুমি কি জানো না যে, হিংসা তোমার ঈমানকে দুর্বল করে দিবে আর তোমাকে আল্লাহ পাকের রহমতের দৃষ্টি থেকে দূরে সরিয়ে দিবে এবং আল্লাহ পাক তোমার উপর অসন্তুষ্ট হবেন। তুমি কি এই হাদীসে কুদসী শুনোনি? যার মধ্যে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: اَلۡحَاسِدُ عَدُوٌّ لِنِعۡمَتِیۡ অনুবাদ: হিংসাকারী আমার নিয়ামতের শত্রু। **(হিলয়াতুল আউলিয়া, ১০/১২৩৪, নং: ১৫০৮০)** হাদীসে কুদসী সেই হাদীসে পাককে বলে যেটার মধ্যে আল্লাহ পাকের বাণী উল্লেখ থাকে আর ভাষা থাকে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর। **(তাইসীরে মুসতালাহুল হাদীস, ১০৮ পৃ:)**

হযরত আল্লামা মাওলানা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ গাউসে পাক শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর এই উক্তিতে প্রতিবেশির উদাহরণ দেয়ার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন:

হুযুরে গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ প্রতিবেশিকে এজন্য বিশেষকরে উল্লেখ করেছেন কেননা অধিকাংশ লোক নিজের প্রতিবেশি থেকে এসব বিষয়ে আগে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে থাকে। **(শরহে ফাতহুল গাইব, (উর্দু), ৩০৫,৩০৭)**

ওয়াস্তা গাউস ও রযা কা দূর হো
হার বুরি খাসলত এ নানায়ে হোসাইন

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

হতভাগা লোক

আমার পীর ও মুর্শিদ, শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হে মিসকিন বান্দা! তুমি কোন জিনিসের প্রতি হিংসা করো, সেই ব্যক্তিকে প্রদত্ত নিয়ামতের ওপর নাকি তোমার নিজের ভাগ্যের ওপর? যদি তুমি তার ভাগ্যের ওপর হিংসা করে থাকো যা আল্লাহ পাক তাকে দান করেছেন যেমন পারা ২৫, সূরা যুখরুফ, আয়াত ৩২ ইরশাদ হচ্ছে:

اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ؕ
نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ
فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

(পারা: ২৫, সূরা: যুখরুফ, আয়াত: ৩২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহ কি তারা বন্টন করে? আমি তাদের মধ্যে তাদের জীবন-সামগ্রী পার্থিব জীবনেই বন্টন করেছি।

সুতরাং নিশ্চয় তুমি সীমা অতিক্রম করেছো, তোমার চেয়ে অধিক হতভাগা আর কে? আর যদি তুমি সেই নিয়ামত প্রদত্ত ব্যক্তির নিজের অংশের কারণে হিংসা করো তবে অনেক বড় একটি অজ্ঞতা কেননা আল্লাহ পাক তোমার প্রাপ্য তোমাকে ছাড়া অন্য কাউকে দিবেন না অতঃপর তুমি কেনো তাকে নিয়ে হিংসা করছো. যা আল্লাহ পাক তাকে দিয়েছে কেনো সেটা নিয়ে আপত্তি করছো? **(ফাতহুল গাইব, (উর্দু), ১০৩ পৃ:)**

আরাম-আয়েশের জীবন অতিবাহিতকারীর কিয়ামতের দিনের অবস্থা

হে হতভাগা ও অবুঝ ব্যক্তি! অতিশীগ্রই তুমি জানতে পারবে যে, কাল কিয়ামতের দিন এই নিয়ামতের কারণে তোমার প্রতিবেশির হিসাব কতো লম্বা হবে আর যদি সে আল্লাহ পাকের এই দানকৃত নিয়ামতের

www.dawateislami.net

কারণে আল্লাহ পাকের আনুগত্য না করে এবং আল্লাহ পাকের হক (অর্থাৎ যাকাত ও সদকায়ে ওয়াজিবা ইত্যাদি) আদায় না করে যে, তাঁর হুকুমের ওপর আমল করতো আর এই অসংখ্য নিয়ামতের কারণে আল্লাহ পাক থেকে তাঁর ইবাদত ও আনুগত্যের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করতো। এমনকি সে কিয়ামতের দিন আশা করবে যে, তাকে এই নিয়ামতসমূহের মধ্য হতে এক বিন্দু পরিমাণও যদি দেয়া না হতো (যেহেতু সম্পদশালী ব্যক্তি সেই সম্পদের হকসমূহের ওয়াজিব হক আদায় করেনি এখন অনুশোচনা করবে যে, তাকে সেই নিয়ামতসমূহ থেকে এক বিন্দুও যদি না দিতো) আর না সে কখনো কোন নিয়ামত দেখতো। তুমি কি হাদীসে পাক শুনোনি যে, হুযুরে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: কিয়ামতের দিন যখন মুসিবতগ্রস্ত ব্যক্তিদের সাওয়াব দেয়া হবে তখন আরাম ও শান্তিতে থাকা লোকেরা আশা করবে, হায়! দুনিয়াতে যদি তাদের চামড়া কাচি দ্বারা কেটে দেয়া হতো। **(তিরমিযী, ৪/১৮০, হাদীস: ২৪১০। ফাতহুল গাইব, (উর্দু), ১০২, ১০৩ পৃ:)**

কিয়ামতের দিন নিয়ামতপ্রাপ্তদের প্রত্যাশা

আমার পীর ও মুর্শিদ, শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: (অধিক নিয়ামত ভোগকারী) তোমার প্রতিবেশি কাল কিয়ামতের দিন ৫০ হাজার বছরের দিনে সূর্যের কঠোর রোদের নিজেদের লম্বা হিসাব দেয়ার জন্য দন্ডায়মান হবে, তখন সে তোমার দুনিয়ার (ছোট) ঘরের আশা করবে কেননা সে দুনিয়ার নিয়ামত দ্বারা উপকার গ্রহণ করেছে আর তুমি সেদিন আল্লাহ পাকের রহমত এবং তার অনুগ্রহে ধৈর্য এবং অল্পেতুষ্টির নিয়ামতের কারণে তাদের থেকে পৃথক আরশের ছায়ায় পানাহার করা, নিয়ামত পেয়ে খুশি হবে। **(শরহে ফাতহুল গাইব, (উর্দু), ৩০৬ পৃ:)**

www.dawateislami.net

হে আশিকানে গাউসে আযম! আমাদের আল্লাহ পাকের বন্টনের ওপর সন্তুষ্ট থাকা উচিত। গরিব লোক ধৈর্যধারণ করে এবং সম্পদশালীর চেয়ে বেশি ফযিলত পেয়ে থাকে কেননা সে ধনী লোকের চেয়ে ৫০০ বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে আর ধনীলোক হিসাব নিকাশে ব্যস্ত থাকবে। পক্ষান্তরে গরিবের নিকট সম্পদ ছিলো না তো সে সম্পদের হিসাব নিকাশ থেকে বেঁচে যাবে কিন্তু গরিব হতে হবে সাবির অর্থাৎ ধৈর্যশীল। যদি গরিব লোক ধনীর প্রতি হিংসা করে আর দুনিয়ার সম্পদ না পাওয়ার কারণে তার হৃদয় জ্বলতে থাকে তবে সে এই মর্যাদা পাবে না।

হযরত শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: হে আল্লাহ পাকের বান্দাগণ! আল্লাহ পাকের লিখনী ও তাঁর ফয়সালার উপর রাজি থাকো যা তিনি তোমাকে গরিব ও অন্যকে সম্পদশালী করেছেন। (হে রোগাক্রান্ত!) তোমাকে অসুস্থ করেছেন আর অপরকে সুস্থ রেখেছেন। (হে পেরেশানগ্রস্ত!) তোমাকে পেরেশানের মধ্যে বিপদ ও অপরকে সহজতার মধ্যে রেখেছেন, তোমার এই সমস্ত কাজের মধ্যে ধৈর্যধারণ করা আরশের নিচে অর্জিত হওয়া নিয়ামতের মাধ্যম হবে। আল্লাহ পাক তোমাদের ঐসব লোকদের মধ্যে বানিয়েছেন যারা মুসিবত ও পেরেশানীর মধ্যে আল্লাহ পাকের দানকৃত নিয়ামতের ওপর শোকরিয়া আদায় করে এবং নিজের সকল কাজ আল্লাহ পাকের নিকট অর্পন করে। **(ফাতহুল গাইব, ১০৩ পৃ:)**

পারা ২৪, সূরা মুমিন, আয়াত নাম্বার ৪৪ এ রয়েছে:

وَاُفَوِّضُ اَمۡرِیۡۤ اِلَی اللّٰهِ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ بَصِیۡرٌۢ بِالۡعِبَادِ

(পারা: ২৪, সূরা: মুমিন, আয়াত: ৪৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর আমি আপন কর্ম আল্লাহ এরই দিকে হস্তান্তর করছি। নিশ্চয় আল্লাহ বান্দাদের প্রতি দৃষ্টি রাখেন।

www.dawateislami.net

হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর ব্যাখ্যায় বলেন: এই দোয়াটি প্রত্যেক বিপদ ও শত্রুর মোকাবেলার সময় পড়া উচিত, অনেক উপকারী। কখনো কোন মুসিবত এলে বা কোন শত্রুর সম্মুখিন হলে মনে করে এই দোয়াটি পড়ে নেয়া উচিত اِنۡ شَآءَالله এটির বরকত নসিব হবে।

(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পারা: ২৪, সূরা মুমিন, আয়াতের পাদটীকা: ৪৪, পৃ: ৭৫৩)

আমার আক্বা আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন:

আপনে দিল কা হে উনহে ছে আরাম সুপে হে আপনে উনহে কো সব কাম
লো লাগি হে কে আব উস দর কে গোলাম চারা দরদে রযা করতে হে

(হাদায়িকে বখশিশ, ১১৪ পৃ:)

আ'লা হযরতের ভাই, শাহেনশাহে সুখন মাওলানা হাসান রযা খাঁন হাসান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ও খুব সুন্দর বলেছেন:

হামারী বিগড়ি বনী উন কে ইখতিয়ার মে হে
সোপর্দ উনহে কে হে সব কারওবার হাম ভী হে

(যওকে নাত, ১৮৮ পৃ:)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

গাউসে আযমের দুনিয়ার প্রতি বিমুখতা

আমার পীর ও মুর্শিদ, গাউসুল আযম সায়্যিদুনা মহিউদ্দীন শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর বরকতময় খিদমতে নিমরোজ দেশের পরিচালক ও সাঞ্জারের বাদশাহ চিঠি পাঠালো যে, আমি আমার দেশের কিছু এলাকা সম্পত্তি হিসেবে আপনার খিদমতে উপহার হিসেবে পেশ করতে চাই যাতে আপনিও আমার মতো আরাম আয়েশের জীবন কাটাতে পারেন। বাদশার বাদশাহ, আমার পীর ও মুর্শিদ হুযুরে গাউসে

www.dawateislami.net

পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তার উত্তরে ফারসি ভাষায় চারটি পংক্তি সম্বলিত একটি কবিতা লিখলেন, যেটার অনুবাদ হলো:

সাঞ্জারের বাদশার কালো রঙের তাজের মতো আমার ভাগ্য কালো হয়ে যাক যদি আমার হৃদয়ে সাঞ্জার দেশের প্রতি কোন লোভ থাকে, এজন্য যে, আমার দৌলতে নিম শব (অর্থাৎ অর্ধরাতে উঠে কায়িনাতের খালিক ও মালিকের দরবারে ইবাদত) এর বাদশাহী অর্জিত রয়েছে, সাঞ্জার বাদশাহীর মূল্য আমার কাছে যবের দানার সমানও নয়।

(ইখবারুল আখইয়ার, ২০৪ পৃ:)

হুব্বে দুনিয়া ছে তু বাচা ইয়া রব আশিকে মুস্তফা বানা ইয়া রব
হিরসে দুনিয়া নিকাল দে দিল ছে ব্যস রহো তালিব রেযা ইয়া রব

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৭৯ পৃ:)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মধুময় বিষ

হে আশিকানে গাউসে আযম! শাহিনশাহে বাগদাদ, হুযুরে গাউসে পাক হযরত শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: দুনিয়ার আলোকসজ্জা ও আরাম-আয়েশ হলো ধোঁকাবাজী। যে সেগুলোকে পেয়েছে সে ধোঁকা খেয়েছে আর গাফিল হয়েছে। যখন তুমি দুনিয়াকে সেটার মন্দ বিষয়াদির সাথে দুনিয়াদারের হাতে দেখবে তখন তার কাছ থেকে এতো দূরে থাকবে যেমনটি কোন ব্যক্তি ওয়াশরুম করতে গিয়ে করে থাকে, দেখো তুমি দুর্গন্ধ থেকে বাঁচার জন্য নাক বন্ধ করে নাও তেমনিভাবে তার কাছ থেকেও নিজের নাক বন্ধ করে নাও, যেমনিভাবে তুমি সেই ব্যক্তির দিকে দৃষ্টিপাত করা থেকে বেঁচে থাকো ঠিক তেমনিভাবে তার থেকেও বেঁচে থাকো। আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এসব

www.dawateislami.net

বিষয়ের দিকে আকাঙ্খার দৃষ্টিতে দেখতেও নিষেধ করেছেন। **(শরহে ফাতহুল গাইব, (উর্দু), ৭৬ পৃ:)** আল্লাহ পাক পারা ১৬ সূরা ত্বহা, আয়াত নম্বর ১৩১ এ ইরশাদ করেন:

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيۡنَيۡكَ اِلٰى مَا
مَتَّعۡنَا بِهٖۤ اَزۡوَاجًا مِّنۡهُمۡ
زَهۡرَةَ الۡحَيٰوةِ الدُّنۡيَا ۙ
لِنَفۡتِنَهُمۡ فِيۡهِ ؕ وَرِزۡقُ رَبِّكَ
خَيۡرٌ وَّاَبۡقٰى

(পারা: ১৬, সূরা: ত্বহা, আয়াত: ১৩১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর হে শ্রোতা, তোমার চক্ষুদ্বয় কখনো প্রসারিত করো না সেটার দিকে, যা আমি কাফিরদের জোড়াগুলোকে ভোগ করার জন্য দিয়েছি পার্থিব জীবনের সজীবতা স্বরূপ, এজন্য যে, আমি তাদেরকে এরই কারণে পরীক্ষায় ফেলবো এবং তোমার প্রতিপালকের রিযিক সর্বাপেক্ষা উত্তম ও সর্বাধিক স্থায়ী

দুনিয়া কো তো কিয়া জানে ইয়ে বাস কি গান্ট হে হারাফাহ
সুরাত দেখো যালিম কি তু কেইসি ভুলী ভালী হে
শাহদ দেখায়ে যেহের পিলায়ে, কাতিল, ডায়িন, শুহার কুশ
ইস মুরদার পে কিয়া লালচায়া দুনিয়া দেখি ভালী হে

(হাদায়িকে বখশিশ, ১৮৬ পৃ:)

আ'লা হযরতের কালামের ব্যাখ্যা: আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ দুনিয়ার প্রতারণা ও ধোঁকা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন: হে আল্লাহ পাকের বান্দাগণ! তুমি দুনিয়ার ব্যাপারে কী জানো? আকার আকৃতিতে সাদাসিধে দৃষ্টিগোচর হওয়া এই দুনিয়া একটি "বিষের বোতল", এটা ধোঁকাবাজ মহিলার মতো, এটি এমন যালিম যে, বিষকে মধু বানিয়ে দেখানো হয়ে থাকে আর যে তাকে ভালোবাসে সে তার প্রেমিককেও মেরে ফেলে, এই দুনিয়া অনেক খারাপ আর মৃত, তার প্রতি মন লাগানোতে কোন উপকার নেই, এটা পরিক্ষিত বিষয়।

www.dawateislami.net

আলমে ইনকিলাব হে দুনিয়া, চান্দ লমহো কা খোয়াব হে দুনিয়া
ফখর কিউ দিল লাগায়ে ইস ছে, নেহী আচ্ছি খারাব হে দুনিয়া

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দুনিয়া আরাম ও আয়েশের জায়গা নয়

সিলসিলায়ে কাদেরীয়া রযবীয়া আত্তারীয়ার মহান মনীষী, আহলে বাইতে আতহারের উজ্জল প্রদীপ, হযরত ইমাম জাফর সাদিক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: যেই ব্যক্তি এমন জিনিসের আকাঙ্খা করে যা সৃষ্টিই হয়নি সে নিজেকে নিজে ক্লান্তকারী ব্যক্তি। তাঁর খিদমতে আরয করা হলো: হুযুর সেই জিনিসগুলো কী? তিনি বললেন: দুনিয়ার আরাম ও আয়েশ চাওয়া।

সিলসিলায়ে কাদেরীয়া রযবীয়া আত্তারীয়ার মহান মনীষী হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমি আমার জন্য উসুল বানিয়ে নিয়েছি যার কারণে আমি খুশি আছি আর সেই উসুলটি হলো দুনিয়া ফিতনা ও মুসিবতের জায়গা আর এতে যেই পেরেশান ও মুসিবত আসে এটা এই (পেরেশান ও মুসিবত) এর জায়গা।

হযরত আবু তুরাব তাখশাবী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: লোক দুনিয়াতে দুইটি জিনিস চায় কিন্তু সে সেগুলো অর্জন করতে পারে না আর সেই দুইটি জিনিস হলো আরাম ও আনন্দ আর এটার অস্তিত্ব জান্নাতেই রয়েছে।

(শরহে ফতুহুল গাইব, (উর্দু), ১৬৭ পৃ:)

ইস জাহা মে হার তরফ হে মুশকিলে হার জাগা হে আফতে হি আফতে
কুছ ঘিরে গম মে তু কুছ বিমার হে তু কায়ি করযে কে যেরে বার হে
হে বহুত কম লোগ দুনিয়া মে সুখী আকছর আফরাদ ইস জাহা মে হে দুখী
মত লাগা তু দিল ইয়াহা পাছতায়ে গা কিস তরাহ জান্নাত মে ভাই যায়ে গা?
লান্দান ও পেরিস কে সাপনে ছোড় দে ব্যস মদীনে হি ছে রিশতা জোড় লে

www.dawateislami.net

দিল ছে দুনিয়া কি মুহাব্বত দূর কর দিল নবী কে ইশক ছে মা'মুর কর
আশক মত দুনিয়া কে গম মে তু বাহা হাঁ নবী কে গম মে খুব আঁসো বাহা

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৭১০, ৭০৯ পৃ:)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অল্পতুষ্টির ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান

আমার পীর ও মুর্শিদ, হুযুরে গাউসে পাক শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: অল্প রিযিকে খুশি থাকো আর সেটাকে আবশ্যক করে নাও যতক্ষণ না তোমার সময় পূরণ হয়ে যায় আর তোমাকে এর চেয়ে উত্তমের দিকে প্রত্যাবর্তন করে দেয়া হবে আর তুমি জেনে নিবে যে, না চাওয়াতে তোমার প্রাপ্য শেষ হয়ে যাবে না আর যা তোমার প্রাপ্য নয় সেটা লালসার কারণে চাওয়ার দ্বারা তুমি পাবে না, যেই অবস্থার ওপর আল্লাহ পাক তোমাকে রেখেছেন তাতেই খুশি থাকো আর আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির উপর সন্তুষ্ট থাকো। **(ফাতুহুল গাইব, (উর্দু), ৬২-৬৩ পৃ:)**

কল্যাণের দরজাকে গণিমত মনে করো

নানায়ে গাউসে আযম, রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যার জন্য কল্যাণের দরজা খোলা হয় তার উচিত সেটাকে গণিমত মনে করা কেননা সে জানে না যে, কখন দরজা বন্ধ হয়ে যায়।

(আয যুহদ লি ইবনিল মুবারক, ৩৮ পৃ:, হাদীস: ১১৭)

আমার পীর ও মুর্শিদ হুযুরে গাউসে পাক শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: (হে লোকসকল!) যতক্ষণ জীবনের দরজা খোলা থাকে সেটাকে গণিমত মনে করো কেননা অতিশিগ্রই এই দরজা বন্ধ হয়ে যাবে, যতটুকু নেকী করতে পারো করে নাও আর তাওবার দরজাকেও

www.dawateislami.net

গণিমত মনে করো আর তাতে প্রবেশ করো অর্থাৎ তাওবা করে নাও। নেককার লোকদের ইজতিমাকেও গণিমত মনে করো। **(আল ফাতহুর রাব্বানী, ২৯ পৃ:)**

সুনে ওয়ালে রক কো রাযি কর কে সো
কিয়া খবর উঠে না উঠে সুবহে কো

খিদমত করো, খিদমত করা হবে

আমার পীর ও মুর্শিদ হুযুরে গাউসে পাক শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: (হে লোকসকল!) আল্লাহ পাকের আনুগত্য করো, তোমাদের আনুগত্য করা হবে, আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির ওপর সন্তুষ্ট থাকো, নিয়তির লেখনীর সামনে মাথা নত করে নাও, সেটা তোমাদের সামনে নত হয়ে যাবে আর খাদিম হয়ে যাও। তোমরা কি শুনো নাই যে, যেমন কর্ম তেমন ফল। আল্লাহ পাক তাঁর বান্দাদের ওপর বিন্দু পরিমাণও অত্যাচার করেন না বরং আল্লাহ পাক কম আমলের ওপর বেশি দান করে থাকেন। যখন তুমি আল্লাহ পাকের অনুসরণ ও আনুগত্য করবে তখন সৃষ্টির মধ্যে মাখদুম (অর্থাৎ যার খিদমত করা হয়) বানিয়ে দেয়া হবে। **(আল ফাতহুর রাব্বানী, ৪৪ পৃ:)** হয়তো এমনই সুযোগের জন্য ডক্টর ইকবাল বলেছে:

খুদী কো কর বুলন্দ ইতনা কে হার তাকদির ছে পেহলে
খোদা বান্দে ছে খুদ পুছে বাতা তেরি রেযা কিয়া হে

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দোয়া করুন

হে আশিকানে গাউসে আযম! আমার পীর ও মুর্শিদ, শাহেনশাহে বাগদাদ হুযুরে গাউসে পাক শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ

www.dawateislami.net

ওলীয়ে কামিল বরং ওলীদের ইমাম ও সর্দারে আউলিয়া। আমার পীর ও মুর্শিদ গাউসে আযম তাঁর যুগের মুফতিয়ে আযম ও সুদক্ষ বক্তা এবং মুবাল্লিগ (অর্থাৎ বয়ানকারী) উত্তম উপদেশদাতা (অর্থাৎ উপদেশকারী) ছিলেন। কুরআন ও হাদীসের আলোকে তাঁর বয়ান এমন প্রভাব সম্পন্ন হতো যে, মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন হয়ে যেত, কতো মানুষ ঈমান আনয়ন করতো আর কতো গুনাহগার তাওবা করে নেকীর রাস্তা গ্রহন করে নিতো, তাঁর সত্তর সত্তর হাজার মানুষের ইজতিমা হতো আর লোকেরা মনোযোগ সহকারে বয়ান শুনতো। আমার পীর ও মুর্শিদ দোয়া সম্পর্কেও খুব সুন্দর মাদানী ফুল ইরশাদ করেন যেমন,

দোয়া অবশ্যই করবেন

শাহেনশাহে বাগদাদ, হুযুরে গাউসে পাক শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: (হে মানব!) এইভাবে বলবে না যে, আল্লাহ পাকের নিকট দোয়া করবো না, যদি আমার ভাগ্যে থাকে তবে তো পাবোই, আমি চাই বা না চাই, বরং দুনিয়া ও আখিরাতে তোমার যেই কল্যাণ ও মঙ্গল প্রয়োজন আল্লাহ পাকের দরবারে সেই ব্যাপারে দোয়া করো তবে নাজায়িয ও গুনাহ ভরা দোয়া ব্যতীত, কেননা আল্লাহ পাক দোয়া করার হুকুম কুরআনে করীমে ইরশাদ করেছেন যেমন পারা ২৪ সূরা মুমিন আয়াত নম্বর ৬০ এ ইরশাদ করেন:

اُدْعُوْنِیْۤ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ؕ

(পারা: ২৪, সূরা: মুমিন, আয়াত: ৬০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আমার নিকট প্রার্থনা করো, কবুল করবো।

এবং পারা ৫ সূরা নিসা, আয়াত নম্বর ৩২ এ ইরশাদ হচ্ছে:

www.dawateislami.net

وَسْـَٔلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ

(পারা: ৫, সূরা: নিসা, আয়াত: ৩২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর আল্লাহর নিকট তাঁর অনুগ্রহ চাও।

(ফাতুহুল গাইব, (উর্দু), ১৫৪ পৃ:)

হে তেরা ফরমাঁ اُدْعُوْنِیْ হে ইয়ে দোয়া হো কবর না সোনী
জলওয়ায়ে ইয়ার ছে ইস কো বাসানা ইয়া আল্লাহ মেরি ঝুলি ভর দে

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১২২ পৃ:)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হাদীসে পাকে দোয়ার তাকিদ

আল্লাহ পাকের প্রিয় শেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আল্লাহ পাকের নিকট কবুল হওয়ার বিশ্বাসের সাথে দোয়া করো।

(তিরমিযী, ৫/২৯২ পৃ:, হাদীস: ৩৪৯০)

শায়খে মুহাক্কিক, হযরত আল্লামা আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: দোয়া এমন হওয়া উচিত যে, সেটার কবুল হওয়ার ক্ষেত্রে যেন কোন প্রকার সন্দেহ না থাকে বরং বিশ্বাস থাকে কেননা বিশ্বাসের সাথে দোয়া করা কবুল হওয়ার লক্ষণ। (শরহে ফাতুহুল গাইব, (উর্দু), ৪৬২ পৃ:) সন্দেহের সাথে নয় যে, দোয়া কবুল হচ্ছে কি-না, বরং যখনই দোয়া করবেন তখন এই মনোভাব নিয়ে দোয়া করবেন যে, আল্লাহ পাক কবুল করবেন।

দোয়া করার উপকারিতা

আমার পীর ও মুর্শিদ হুযুরে গাউসে পাক, শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: (হে লোকসকল) আল্লাহ পাকের দরবারে এই আরযটি করো না যে, আমি আল্লাহ পাকের নিকট দোয়া করি কিন্তু তা

www.dawateislami.net

কবুল হয় না বরং (কবুল হওয়ার, না হওয়ার খেয়ালকে হৃদয় থেকে বের করে) সর্বদা আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করতে থাকো কেননা যা তুমি চাইছো যদি তা তোমার ভাগ্যে থাকে তাহলে তা তোমার দোয়ার পর তোমাকে দেয়া হবে আর এইভাবে বিশ্বাসকে আরও মজবুত করবে আর যদি তোমার দোয়ার মধ্যে চাওয়া জিনিসটি তোমার ভাগ্যে না থাকে তাহলে তোমার থেকে সেটার ধ্যান সরিয়ে দেয়া হবে আর যদি তোমার নিকট কারো কর্জ থাকে (আর তুমি দোয়া করলে) তো আল্লাহ পাক কর্জদাতার হৃদয়কে তোমার দিক থেকে ফিরিয়ে দিবেন যে, সে তোমাকে কর্জ মাফ অথবা কম করে দিবে অথবা এটা যে, সে কঠোর ভাষায় কর্জ দাবী করার পরিবর্তে নম্রতা বা দেরীতে আর সহজভাবে ফিরিয়ে দেয়ার দাবী করবে যতক্ষণ না তোমার জন্য সহজ হয়ে যাবে আর যদি সে দুনিয়াতে তোমার কর্জ মাফ অথবা কমিয়ে না দেয় তবে তোমার সেই দোয়া যেটার প্রভাব দুনিয়াতে প্রকাশিত হয়নি আল্লাহ পাক তোমাকে কিয়ামতের দিন সেটার বিনিময়ে মহান সাওয়াব দান করবেন কেননা তিনি অনেক বড় দয়ালু, গনী ও দয়ালু। তাঁর পবিত্র দরবারে যেই লোকই দোয়া করে আল্লাহ পাক তাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেন না সুতরাং তোমার দোয়ার মধ্যে দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য কোন না কোন কল্যাণ অবশ্যই রয়েছে। **(শরহে ফাতুহুল গাইব, (উর্দু), ৪৬০-৪৬১)** অর্থাৎ দোয়া বৃথা যায় না, দোয়ার উপকারিতা অবশ্যই অর্জিত হয়।

মে হো বান্দা তু হে মাওলা তু হে কাদির মে নাকারাহ
মে মাঙ্গতা তু দেনে ওয়ালা ইয়া আল্লাহ মেরি ঝুলি ভর দে

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১২২ পৃ:)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দোয়ার বিনিময়ে কিয়ামতের দিন নেকী

এক বর্ণনায় রয়েছে: মুসলমান কিয়ামতের দিন নিজের আমলনামায় এমন এমন নেকী দেখবে যা সে দুনিয়োতে করেনি আর না সেই ব্যাপারে কিছু জানতো তখন তাকে বলা হবে এগুলো তোমার সেই দোয়ার সাওয়াব যা তুমি দুনিয়াতে করেছিলে। **(ফাতুহুল গাইব, (উর্দু), ১৫৫)**

দোয়া কবুল হতে দেরী হওয়ার ব্যাপারে

হুযুরে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হে আল্লাহ পাকের বান্দা! তুমি দোয়া কবুল হওয়ার ক্ষেত্রে বিলম্ব হওয়ার কারণে আপন প্রতিপালকের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে থাকো, তুমি বলো যে, আল্লাহ পাক মানুষের কাছে চাইতে নিষেধ করেছেন আর তাঁর দরবারে দোয়া করা আবশ্যক করেছেন এবং আমি তাঁর দরবারে চাই তো দোয়া কবুল করা হয় না, তো এমনটি বলো না। হে হতভাগ্য লোক! যদি তোমাকে বলা হয় যে, তুমি স্বাধীন নাকি গোলাম (অর্থাৎ আল্লাহ পাকের হুকুম পালনের সীমাবদ্ধতার মধ্যে রয়েছো নাকি তা থেকে মুক্ত)? যদি তুমি বলো যে, আমি স্বাধীন তাহলে তুমি কাফের (কারণ তুমি আল্লাহ পাকের বিধি বিধান থেকে বিমুখ হয়েছো) আর যদি তুমি বলো যে, আমি গোলাম বান্দা (অর্থাৎ বাধ্যগত) রয়েছি তাহলে তোমাকে বলা হবে যে, দোয়া কবুলের প্রভাব প্রকাশিত না হওয়া বা তাতে দেরী হওয়ার কারণে নিজের খালিক ও মালিকের উপর অপবাদ দাও যে, তিনি আমার দোয়া শুনেন না, যদি তুমি এই ধারণা পোষণ না করতে আর দোয়া কবুল হওয়ার প্রভাব প্রকাশ না হওয়াকে আল্লাহ পাকের হিকমত ও রহস্য মনে করতে তবে তোমার উপর আল্লাহ পাকের কৃতজ্ঞতা আদায় করা আবশ্যক কেননা তিনি তোমার জন্য

www.dawateislami.net

দোয়ার মধ্যে চাওয়া জিনিসের চেয়ে উত্তম জিনিস, নিয়ামত (অর্থাৎ প্রতিদান ও সাওয়াব) এর ইচ্ছা করেছেন। **(ফাতুহুল গাইব (উর্দু), ১৫১ থেকে ১৫২)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাক আমার দোয়া শুনেন না বা কবুল করেন না ইত্যাদি বলা উচিত না বরং বান্দা চিন্তা করুক যে, আল্লাহ পাক আমাকে কত বিধি বিধান দিয়েছেন যে, অমুক কাজ করো আর অমুক কাজ করিও না, আমি আল্লাহ পাকের কয়টি নির্দেশ মান্য করি? কোন হুকুমের উপর আমল করি? বুঝানোর জন্য উদাহরণ দিচ্ছি অর্থাৎ আমরা তাঁর হুকুম মানি না আর তিনি আমাদের আবেদন পূরণ না করেন তো আমরা তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করি যে, তিনি আমার কথা শুনেন না। আল্লাহ পাক সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা অর্থাৎ শুনেন ও দেখেন, তিনি ওয়াদা করেছেন যে,

اُدْعُوْنِیْۤ اَسْتَجِبْ لَكُمْ

(পারা: ২৪, সূরা মুমিন, আয়াত: ৬০)

অনুবাদ: আমার নিকট দোয়া করো আমি কবুল করবো।

অবশ্যই দোয়া কবুল হওয়ার কিছু দিক গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর বাণীর আলোকে উপরে বর্ণনা করা হয়েছে। নতুবা দোয়া কবুল হওয়ার সাওয়াব কিয়ামতের দিনের জন্য ভান্ডার হবে যা এই সময় আমাদের সামনে স্পষ্ট নয় اِنْ شَآءَالله কিয়ামতের দিন দেখবো।

আল্লাহ পাকের নিকট কী কী দোয়া করা উচিত

আমার পীর ও মুর্শিদ হুযুরে গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আল্লাহ পাকের নিকট নিজের অতীতের গুনাহের মাফ, ভবিষ্যতে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার তাওফিক, উত্তমভাবে ইবাদত করার, ভালো মৃত্যু ও

www.dawateislami.net

আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيۡهِمُ السَّلَام, সিদ্দিকিন, শুহাদা ও নেককার বান্দাদের সাথে সাক্ষাতের দোয়া করো, এরা কতইনা নেককার বান্দা। **(ফাতুহুল গাইব, ১৫৪ পৃ:)** অর্থাৎ আমি কিয়ামতের দিন তাঁদের সাথে উঠবো, তাঁদের সাথে আমার সাক্ষাত হবে এবং আমি তাঁদের বরকত লাভ করবো এই দোয়াও করুন।

মে গুনাহো মে লিথরা হুয়া হো বদ ছে বদতর হো বিগড়া হুয় হো
আফভু জুরম ও কুসুর ও খতা কি মেরে মাওলা তু খয়রাত দে দে
হো করম আয তুফাইলে মদীনা মে না হারগিয পীরো কর কে তাওবা
আফভু জুরম ও কুসুর ও খতা কি মেরে মাওলা তু খয়রাত দে দে
মকরে শয়তান ছে তু বাচানা সাথ ঈমাঁ কে মুঝ কো উঠানা
নাযা মে দীদ বদরুদ দোজা কি মেরে মাওলা তু খয়রাত দে দে
আয পায়ে গাউসে আযম বেলায়ত আপনি রহমত ছে ফরমা ইনায়াত
আপনি, আপনে নবী কি বিলা কি মেরে মাওলা তু খয়রাত দে দে

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১২৬, ১২৮, ১২৭ পৃ:)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব “ফাযায়িলে দোয়া”

দোয়া সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি জানার জন্য আ’লা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর সম্মানিত পিতা, হযরত আল্লামা মাওলানা নকী আলী খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর কিতাব “আহসানুল ভিয়া লি আদাবিদ দোয়া” যেটার উর্দু অনুবাদ “ফাযায়িলে দোয়া” নামে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশ করা হয়েছে সেটা অধ্যয়ন করুন। اِنۡ شَآءَالله আপনি অনেক কিছু জানতে পারবেন।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

আখিরাত হলো মূলধন আর দুনিয়া হলো সেটার লভ্যাংশ

হে আশিকানে গাউসে আযম! প্রত্যেক ব্যবসায়ী তার ব্যবসায় (***Business***) নিজের মূলধন (অর্থাৎ মূল পুজি, ***Capital***) ব্যবহার (***Invest***) করে লভ্যাংশ (***Profit***) হাসিল করে, আপনারা কি কখনো এমন ব্যক্তিকে দেখেছেন যে নিজের মূলধন (***Capital***) সংরক্ষণ করে না বরং শুধুমাত্র লভ্যাংশের উপর খুশি হতে থাকে? কোনো বুদ্ধিমান লোক এমন করে না বরং সকলের দৃষ্টি মূলধনের ওপর থাকে যে, এতে কোন প্রকার কমতি হওয়া যাবে না যদি আসল সম্পদ শেষ হয়ে যায় তো লাভ কোথা থেকে আসবে? কেননা লাভ মূল সম্পদের কারণেই অর্জিত হচ্ছে।

এখন একটু মনোযোগ সহকারে পড়ুন যে "একজন মুসলমানের মূলধন (অর্থাৎ আসল পুজি) আর লাভ কী হওয়া দরকার? এই প্রসঙ্গে আমার মুর্শিদ, শাহেনশাহে বাগদাদ, হুযুরে গাউসে পাক শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: (হে লোকসকল!) নিজেদের আখিরাতকে আসল সম্পদ ও দুনিয়াকে সেটার লভ্যাংশ বানাও কেননা আখিরাত হলো ক্যাপিটেল (মূলধন) আর দুনিয়া লভ্যাংশ। প্রথমে আখিরাত অর্জন করার জন্য নিজের সময় ব্যয় করো অতঃপর যদি কিছু সময় বেঁচে যায় তবে নিজের দুনিয়াতে জীবিকা উপার্জনের জন্য ব্যয় করো। নিজের দুনিয়াকে আসল সম্পদ ও আখিরাতকে সেটার লভ্যাংশ বানিও না, তা এইভাবে যে, যদি কিছু সময় মিলে তবে আখিরাতের জন্য ব্যয় করো, উদাসীনতা ও অলসতা সহকারে দ্রুত পাঁচ ওয়াক্ত আদায় করো অথবা দুনিয়া হাসিল করে ক্লান্ত হয়ে যাও এবং তুমি নামায পড়ার পরিবর্তে মৃত ব্যক্তির ন্যায় রাতে ঘুমিয়ে থাকো। **(শরহে ফাতুহুল গাইব, (উর্দু), ২৯০ পৃ:)**

www.dawateislami.net

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه আমার পীর ও মুর্শিদ গাউসে পাক খুব সুন্দর বুঝিয়েছেন, মাওলানা রুমী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন:

জিন্দেগি আমদ বরায়ে বন্দেগি যিন্দেগি বে বন্দেগি শরমিন্দেগি

"অর্থাৎ আমরা জীবন পেয়েছি আমাদের প্রতিপালকের ইবাদতের জন্য" কুরআনে করীম দ্বারা এই পংক্তির প্রমাণ সাব্যস্ত হয় যেমন:

وَمَا خَلَقۡتُ الۡجِنَّ وَالۡاِنۡسَ اِلَّا لِيَعۡبُدُوۡنِ

(পারা ২৭, সূরা যারিয়াত, আয়াত: ৫৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর আমি জ্বিন ও মানব এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে, আমার ইবাদত করবে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জীবন ধন সম্পদ জমা করার জন্য দেয়া হয়নি, বরং জীবন ইবাদতের জন্য দেওয়া হয়েছে যদি ইবাদত ব্যতীত জীবন অতিবাহিত করি তবে কিয়ামতের দিন লজ্জিত হবো, অতঃপর হাতে আর কিছু থাকবে না। যে দুনিয়াকে মূলধন বানালো তো তার মূলধন দুনিয়াতে শেষ হয়ে গেলো। অথচ সত্যিকার্থে আখিরাত ক্যাপিটেল (অর্থাৎ মূলধন) ছিলো, ক্যাপিটেল সংরক্ষণ করা ভুলে গেলো।

আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ আমাদের উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন:

দিন লাহো মে খুনা তুঝে শব সুবহে তক সুনা তুঝে
শরম নবী খওফে খোদা ইয়ে ভী নেহী ওহ ভী নেহী
রিযকে খোদা খায়া কিয়া ফরমানে হক টালা কিয়া
শোকরে করম তরসে সাযা ইয়ে ভী নেহী ওহ ভী নেহী

(হাদায়িকে বখশিশ, ১১১ পৃ:)

আ'লা হযরতের কালামের ব্যাখ্যা: আমার আক্বা, আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ দুনিয়াবি কাজের মধ্যে ফেঁসে যাওয়া

www.dawateislami.net

দুনিয়াদারকে বোঝাতে গিয়ে বলেন: হে হতভাগ্য তুমি দয়ালু প্রতিপালকের ইবাদত থেকে মুখ ফিরিয়ে সারাদিন খেলাধুলায় কাটিয়ে দাও আর রাতেও আল্লাহ পাকের স্মরণ করো না বরং সকাল পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকো, তোমার কি আপন প্রিয় নবী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ কে কিয়ামতের দিন চেহারা দেখাতে লজ্জা হয় না আর তুমি কি আল্লাহ পাককে ভয় করো না? তুমি আল্লাহ পাকের দেয়া রিযিক আহার করো তারপরও তাঁর আনুগত্য করো না, তোমার উপর আল্লাহ পাকের এতো অনুগ্রহ তুমি এসব অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা আদায়ে আল্লাহ পাকের আনুগত্যের দিকে কেনো আসো না আর না তাঁর আযাবকে ভয় করো আর না তাঁর আনুগত্যের দিকে আসো ? তুমি কতো বড় হতভাগা, উদাসীন ও অকৃতজ্ঞ।

ওয়াসায়িলে বখশিশে রয়েছে:

বে ওয়াফা দুনিয়া পে মত কর ই'তিবার তু আচানক মউত কা হুগা শিকার
কাম মাল ও যর নেহী কুছ আয়ে গা গাফিল ইনসাঁ ইয়াদ রাখ পাছতায়ে গা
কর লে তাওবা রব কি রহমত হে বড়ী কবর মে ওয়ার না সাযা হুগি কড়ী

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৭১১, ৭১২ পৃ:)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

নেকীর পথের পথিক হয়ে যান

আমার পীর ও মুর্শিদ হুযুরে গাউসে পাক শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: হে হতভাগা ব্যক্তি! তোমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তুমি নিজেকে নিরাপত্তার রাস্তায় চালাও আর নিরাপত্তার রাস্তা হলো আখিরাত এবং আল্লাহ পাকের ইবাদতের রাস্তা, তুমি নফস ও শয়তানের আকাঙ্খার উপর আমল করেছো তো তোমার কাছ থেকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ উঠিয়ে নেয়া হয়েছে অতঃপর তুমি কেয়ামতের দিন

www.dawateislami.net

নেকীর ক্ষেত্রে সবছেয়ে বেশি অসহায় হবে, আখিরাতকে নিজের মূলধন বানিয়ে নাও তাহলে তুমি দুনিয়া ও আখিরাতে উপকৃত হবে। আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেন: আল্লাহ পাক আখিরাতের নিয়্যতের উপর দুনিয়া দান করেন কিন্তু দুনিয়ার নিয়্যতের ওপর আখিরাত দান করতে অস্বীকার করেন। **(আয যুহদ লি ইবনে মুবারক, ১৯৩ পৃ:, হাদীস: ৫৪৯)**

এই জাহান তোমার জন্য আর তুমি খোদার ওয়াস্তে

হুযুরে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইরশাদ করেন: আল্লাহ পাক তার কোন নাযিলকৃত কিতাবে বলেছেন: হে আদম সন্তান (অর্থাৎ হে লোকেরা)! আমি আল্লাহ, আমি ব্যতীত ইবাদতের উপযুক্ত কেউ নেই, আমি যদি কোন জিনিসকে "কুন" (অর্থাৎ হয়ে যাও) বলি তো সেটা হয়ে যায়, তুমি আমার আনুগত্য করো তাহলে আমি তোমাকে এমন করে দিবো যে, তুমি বলবে: "হয়ে যাও" তো সেই জিনিসটি হয়ে যাবে আর বললেন: হে দুনিয়া! যে আমার আনুগত্য করে তুমি তার খিদমত করো আর যে তোমার খিদমত করে তুমি তাকে পেরেশান ও মুসিবতে রাখো।

(ফাতুহুল গাইব, (উর্দু) ৪৪ পৃ:)

জানোয়ার পয়দা হুয়ে তেরি ওয়াফা কে ওয়াস্তে
চান্দ সূরজ অর সিতারে তেরি যিয়া কে ওয়াস্তে
খেতিয়া সর সবয হে তেরি গিযা কে ওয়াস্তে
সব জাহা তেরে লিয়ে হে অর তু খোদা কে ওয়াস্তে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রহমতে ইলাহীর প্রতিবেশীত্ব

হুযুরে গাউসে পাক শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যখন তুমি দুনিয়া থেকে বিমুখ হয়ে আল্লাহ পাকের আনুগত্য ও বন্দেগি করবে তখন তুমি আল্লাহ পাকের নেককার বান্দা ও ভালোবাসাকারীদের অন্তর্ভূক্ত হবে এবং তোমার জান্নাত ও আল্লাহ পাকের রহমতের প্রতিবেশীত্ব নসিব হবে, দুনিয়া তোমার খিদমত করবে আর আল্লাহ পাক তোমাকে তোমার যতটুকু দুনিয়ার প্রাপ্য তা সম্পূর্ণ দান করবেন এজন্য যে, প্রতিটি জিনিস তার সৃষ্টিকর্তার আয়ত্বে থাকে আর যদি তুমি আখিরাত থেকে মুখ ফিরিয়ে দুনিয়ার মধ্যে মশগুল হয়ে যাও তবে আল্লাহ পাক তোমার প্রতি নারাজ হবে, দুনিয়া তোমার নাফরমানী করবে এবং তোমার যতটুকু প্রাপ্য দুনিয়াতে রয়েছে দুনিয়া তোমার নিকট তা পৌঁছানোর ক্ষেত্রে তোমাকে কঠোরতার মধ্যে পতিত করবে কেননা সে আল্লাহ পাকের মালিকানায় ও খাদিমা আর যে আল্লাহ পাকের আনুগত্যশীল হয় সে তাকে সম্মান করে। **(ফাতুহুল গাইব (উর্দু), ৯৬ থেকে ৯৭)**

দুনিয়া ও আখিরাতের উদাহরণ

মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা, হযরত আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: দুনিয়া ও আখিরাতের উদাহরণ হলো পূর্ব ও পশ্চিমের ন্যায়, তুমি সেগুলোর মধ্যে একটির যতই কাছাকাছি হবে দ্বীতিয়টি থেকে ততই দূরে সরে যাবে অথবা সেগুলোর উদাহরণ দুইটি সতীনের মতো, তুমি তাদের মধ্যে একজনকে খুশি করবে তো অন্যজন নারাজ হয়ে যাবে। **(মিযানুল আমল লিল গাযালী, ৪৬ পৃ:)** কারো দুইজন স্ত্রী থাকে তো একে অপরকে সতীন বলা হয়।

www.dawateislami.net

দুনিয়া ওয়ালা নাকি আখিরাত ওয়ালা

আল্লাহ পাক কুরআনে করীমের পারা ৪ সূরা আলে ইমরানের আয়াত নম্বর ১৫২ তে ইরশাদ করেন:

مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ

(পারা: ৪, সূরা: আলে ইমরান, আয়াত: ১৫২)

অনুবাদ: তোমাদের মধ্যে কেউ দুনিয়া চাইতো এবং তোমাদের মধ্যে কেউ আখিরাত কামনা করতো।

আমার মুর্শিদ গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: কথিত আছে: "দুনিয়া ওয়ালা ও আখিরাত ওয়ালা" তুমি দেখো যে, তুমি কাদের অন্তর্ভূক্ত? আর দুনিয়াতে থেকে কোন দলের হওয়াকে অপছন্দ করো অতঃপর যখন তুমি আখিরাতের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে তখন একটি দল জান্নাতে আর একটি জাহান্নামে থাকবে, একটি দল হিসাব লম্বা হওয়ার কারণে ৫০ হাজার বছরের সমপরিমান একদিন হাশরের ময়দানে দাড়িয়ে থাকবে কেননা কিয়ামতের একদিন পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান, একটি দল আরশের ছায়ায় সেই দস্তরখানায় থাকবে যেটার উপর ভালো ভালো উন্নতমানের খাবার, ফল ও বরফের চেয়ে অধিক সাদা মধূ থাকবে, তারা তাদের নিজেদের ঠিকানার দিকে তাকাবে এক পর্যায়ে যখন হিসাব ও নিকাশ থেকে অবসর হবে এসব লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে আর নিজেদের ঘরের দিকে চলে যাবে। **(ফাতুহুল গাইব, (উর্দু), ৯৭ পৃ:। শরহে ফাতুহুল গাইব, (উর্দু), ২৯১ পৃ:)**

এখন দেখে নাও! তুমি কাদের অন্তর্ভূক্ত? দুনিয়া ওয়ালাদের নাকি আখিরাত ওয়ালাদের। আল্লাহ করীম! আমাদেরকে আখিরাত ওয়ালাদের অন্তর্ভূক্ত করে দিক। মনে রাখবেন আখিরাত ওয়ালা দ্বারা এটা উদ্দেশ্য নয় যে, বান্দা মা-বাবাকে ঘর থেকে বের করে দিবে, স্ত্রী-সন্তানদের ছেড়ে

www.dawateislami.net

দিবে বরং উদ্দেশ্য হলো এটা যে, তাদের সাথে থেকে আখিরাতকে সামনে রেখে নিজের জীবন অতিবাহিত করতে হবে। ব্যবসা (বিজনেস), চাকরি (জব) করেন তো পাশাপাশি নামায ও অন্যান্য ইবাদতও করতে থাকে এবং প্রতিটি গুনাহ থেকে স্বয়ং নিজেকে বাঁচাতে থাকে, দুনিয়াতে থেকে শরীয়তের অনুসরণ করে, সুন্নাত অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করে তো এমন ব্যক্তি হলো আখিরাত ওয়ালা। শুধুমাত্র দুনিয়া অর্জনের চিন্তাধারা থাকা যে,

কাহা কা হারাম অর কাহা কা হালাল
জু সাহিব খিলায়ে ওহ চট কিযিয়ে

সুদ ও ঘুষ, চোরী ও ডাকাতি, ধোকাবাজি ইত্যাদি, মোটকথা যেই হারামের মাধ্যমে আসুক না কেন ব্যস আসতে দাও, সে হলো খারাপ দুনিয়া ওয়ালা।

দুনিয়ার জায়িয ভালোবাসা যেটাতে হালাল সম্পদ জমা করা হয়, তা গুনাহের কাজ নয় কিন্তু এটার কোন গ্রহনীয়তা নেই কেননা সে সম্পদের জালে ফেঁসে যাচ্ছে, হতে পারে এই সম্পদ তাকে হেচড়িয়ে উদাসীনতার মধ্যে নিয়ে যাবে, ইবাদত ও নেকী থেকে দূরে সরিয়ে দিবে। বার বার এমনই হয়ে থাকে। আরও এটা যে, হালাল সম্পদের উপর কিয়ামতের হিসাব খুবই (কঠোর) হবে যে, কোথা থেকে অর্জন করেছো, কিভাবে অর্জন করেছে, কোথায় কোথায় ব্যয় করেছে? এর উত্তর দেয়া সহজ নয় আর হারাম সম্পদের জন্য শাস্তি হবে।

তু বে হিসাব বখশ কে হে বে শুমার জুরম
দে তা হো ওয়াস্তা তুঝে শাহে হিজায কা

(যওকে নাত, ১৮ পৃ:)

www.dawateislami.net

দুনিয়া হলো আখিরাতের ক্ষেত

মানুষ কিয়ামতের দিন কল্যাণ ও মন্দকে স্মরণ করবে, যা দুনিয়াতে করেছে তো সেখানে তখন লজ্জিত হওয়াটা কোন উপকার দিবে না, মৃত্যুর পূর্বে মৃত্যুকে স্মরণ করার মধ্যে অবশ্যই কল্যাণ রয়েছে, ফসল কাটার সময়, ফসল ও বীজকে স্মরণ করার কোন লাভ নেই, যেমনটি হাদীসে পাকে রয়েছে: "اَلدُّنْيَا مَزْرَعَةُ الْاٰخِرَةِ" অর্থাৎ দুনিয়া হলো আখিরাতের ক্ষেত, সুতরাং এখানে যেমনটি বপন করবেন তেমনই আখিরাতে গিয়ে ফসল ভোগ করবেন। যে ব্যক্তি এখানে ভালো ফসল লাগাবে অর্থাৎ ভালো কাজ করবে নেকী করবে সেই ঈর্ষণীয় হবে আর যে মন্দ কাজ করবে তাকে আখিরাতে লজ্জিত অবস্থায় উঠানো হবে কেননা নেকীর কাজ সম্পাদনকারী ভালো ফসল কাটবে সে ভালো প্রতিদান পাবে আর যে মন্দ ফসল (খারাপি) বপন করবে সে তো আখিরাতের আযাবের ফসল কাটবে। আর যখন মৃত্যুর সামনে আসবে তখন তুমি জাগ্রত হও তো কি লাভ হবে?

(আল ফাতহুর রাব্বানী, ৩০ পৃ:)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের মৃত্যুবরণকারীদের ব্যাপারে আমাদের দেশে বলা হয় যে, সে চোখ বন্ধ করে নিয়েছে, প্রকৃতপক্ষে সে চক্ষু বন্ধ করেনি বরং মরে যাওয়ার কারণে চক্ষু খুলে গিয়েছে, মরার পর মানুষের সাথে যা যা হয় সে সবকিছু সে অবলোকন করে, কিন্তু কিছু করতে পারে না। শাহজাদায়ে আ'লা হযরত, হুযুর মুফতিয়ে আযম হিন্দ মাওলানা মুস্তফা রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বিশেষকরে যুবকদেরকে উৎসাহিত করতে গিয়ে নিজের যৌবনে নিজেকে বলছেন:

www.dawateislami.net

রিযাযত কে ইয়েহি দিন হে বুঢ়া পে মে কাহা হিম্মত
জু কুছ করনা হে আব করলো আভী নুরী জাওয়াঁ তুম হো

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৫৯ পৃ:)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

যেমন মর্যাদা তেমন পরীক্ষা

সায়্যিদি ও মূর্শিদি হুযুর গাউসে আযম হযরত শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আল্লাহ পাক তাঁর মুমিন বান্দাদেরকে সর্বদা তার ঈমানী শক্তি অনুযায়ী পরীক্ষা করে থাকেন তো যার ঈমান বেশি মজবুত থাকে তার পরীক্ষাও বেশি হয়ে থাকে। নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী: اَنَّامَعَاشِرُالْاَنْبِيَاءِ اَشَدُّالنَّاسِ بَلَاءً অর্থাৎ আমরা নবীদের দলের পরীক্ষা সমস্ত মানুষের চেয়ে বেশি কঠিন হয়ে থাকে” **(আল হাদীসুল মুখতারাহ, ৩/২৪৬ পৃ:, হাদীস: ১০৫৩)** (আল্লাহ পাক সৈয়দজাদাদের সর্বদা পরীক্ষার মধ্যে রাখেন যাতে তারা সব সময় সজাগ থাকেন আর জাগরণ থেকে উদাসিন না হয়ে যান! কেননা আল্লাহ পাক তাদেরকে ভালোবাসেন? তারা ভালোবাসা প্রাপ্ত ও আল্লাহ পাকের প্রিয়ভাজন (অর্থাৎ পছন্দনীয়)। **(ফাতুহুল গাইব, (উর্দু), ৬১ পৃ:)**

হে আশিকানে গাউসে আযম! আমার পীর ও মুর্শিদ হুযুরে গাউসে পাক সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর এই বাণীর মধ্যে পেরেশান, অসহায়, দুঃখীদের জন্য বড় প্রশান্তির কারণ, জীবনের অনেক ক্ষেত্রে পেরেশান ও কষ্টের সময় আসাটা গুনাহ মাফ, পদোন্নতীর কারণ ও রহমত নাযিলের কারণও হতে পারে। হাদীসে পাকে রয়েছে: “আল্লাহ পাক যখন কোন গোত্রকে ভালোবাসেন তখন তাদেরকে পরীক্ষায় নিমজ্জিত করে দেন।” **(মুসনদে ইমাম আহমদ, ৯/১৬৩ পৃ:, হাদীস: ২৩৭০২)**

www.dawateislami.net

আমাদের উচিত প্রতিটি বিষয়ে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির উপর সন্তুষ্ট থাকা। এতে উভয় জাহানের কল্যাণ ও উত্তম রয়েছে। অন্য এক স্থানে হুযুরে গাউসে পাক শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইরশাদ করেন: মানুষের মধ্যে অনেক গুনাহ, অপরাধ ও ভুল-ত্রুটি রয়েছে আর বিভিন্ন প্রকারের গুনাহ দ্বারা জর্জরিত ব্যক্তি আল্লাহ পাকের নৈকট্যতার যোগ্যতা রাখে না, যতক্ষণ গুনাহের অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হবে না, যেমন বাদশার নিকট বসার যোগ্যতা তার থাকে যে অপবিত্র ও অপরিষ্কার থেকে পরিচ্ছন্ন হয়ে থাকে, সুতরাং কল্যাণ ও মুসিবত ইত্যাদি গুনাহের কাফফারা ও সেগুলো মোচনকারী। যেমন নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "একটি রাতের জ্বর এক বছরের কাফফারা।"

(মাওসুআতে লি ইবনে আবিদ দুনিয়া, ৪/২৩৯, হাদীস: ৫০। ফাতুহুল গাইব, (উর্দু) ৫৫ পৃ:)

হযরত শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: রোগব্যাধি গুনাহসমূহ থেকে পবিত্র আর নেকীর মর্যাদা বৃদ্ধি করে, যখন জ্বরের সময়সীমা, বান্দার বয়সের চেয়ে বেশি হয় এবং সমস্ত গুনাহকে মুছে দেয় তো নিশ্চিত জ্বরের অবশিষ্ট সময়সীমা সেই বান্দার মর্যাদা বৃদ্ধি কারণ হবে। **(শরহে ফাতুহুল গাইব, (উর্দু), ১৭৭ পৃ:)**

যবাঁ পে শিকওয়া রঞ্জ ওয়া আলাম লায়া নেহী করতে
নবী কে নাম লিওয়া গম ছে ঘাবরায়া নেহী করতে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ধৈর্য্যের তিনটি ফযিলত

(১) আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: "যখন আমি আমার কোন বান্দাকে তার শরীর, সম্পদ বা সন্তানের মাধ্যমে পরীক্ষা করবো, অতঃপর

www.dawateislami.net

সে সবরে জমীল[২] এর সাথে সেটাকে স্বাগত জানায় তো কিয়ামতের দিন তার জন্য মিযানের পাল্লা স্থাপন করতে বা তার আমলনামা খুলতে আমার লজ্জাবোধ হবে।” **(নাওয়াদিরুল উসুল, ৭০০ পৃ:, হাদীস: ৯৬৩)**

(২) সাহাবিয়ে রাসূল হযরত সা’দ বিন আবি ওয়াক্কাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন যে, আমি আরয করলাম: “ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ! সবচেয়ে বেশি মুসিবত কোন ব্যক্তির উপর আসবে?” বললেন: “আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর উপর এরপর যেসব লোক উত্তম এরপর যারা উত্তম, বান্দাকে তার ধার্মিকতার ভিত্তিতে মুসিবতে পতিত করা হয় যদি সে দ্বীনের মধ্যে মজবুত থাকে তবে তার পরীক্ষাও মজবুত হয় আর যদি সে দ্বীনের ক্ষেত্রে দূর্বল থাকে তবে আল্লাহ পাক তার ধার্মিকতা অনুযায়ী তাকে পরীক্ষায় ফেলেন। বান্দা মুসিবতে নিপতিত হতে থাকে এমনকি দুনিয়াতেই তার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।”

(ইবনে মাজাহ, ৪/৩৬৯, হাদীস: ৪০২৩)

(৩) ধৈর্য হলো কল্যাণের ভান্ডারের মধ্য হতে একটি ভান্ডার।

(মাওসুআতু লি ইবনে আবিদ দুনিয়া, ৪/২৪ পৃ:, হাদীস: ১৬)

হে সবর তু খাযানায়ে ফেরদৌস ভাইয়ো!
শিকওয়া না আশিকো কি যবানো পে আ সাকে

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৪১২ পৃ:)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

২. সবরে জামীল অর্থাৎ সবচেয়ে উত্তম সবর হলো এটি যে, মুসিবতেগ্রস্ত ব্যক্তিকে কেউ যেনো চিনতে না পারে, তার পেরেশানীর কথা কারো কাছে প্রকাশ না করা। **(ইহয়াউল উলুম, ৪/৯১ পৃ:)**

www.dawateislami.net

গুনাহের কাফফারা

মুসলমানদের প্রিয় আম্মাজান, হযরত বিবি আয়িশা সিদ্দিকা তায়্যিবা তাহিরা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا হতে বর্ণিত যে, যখন বান্দার গুনাহ অনেক বেশি হয়ে যায় এবং তার আমল এমন না হয় যা তার গুনাহের কাফফারা হতে পারে তো আল্লাহ পাক বান্দাকে পেরেশানীর মধ্যে নিমজ্জিত করে দেন যা তার গুনাহের কাফফারা হয়ে যায়। **(কুতুল কুলুব, ১/৩১৪ পৃ:)**

কষ্টের সময় হেসে দিলেন

হুযুরে গাউসে পাক শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: যখন ফিরআউন তার স্ত্রী হযরত বিবি আসিয়া رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهَا 'র মুসলমান হওয়ার ব্যাপারে জানতে পারলো তখন সে তাকে আঘাত করার নির্দেশ দিলো আর তার দুইহাত ও পায়ে লোহার পেরেক বিদ্ধ করে চাবুক দিয়ে আঘাত করা শুরু দিলো। হযরত বিবি আসিয়া رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهَا এই অবস্থায় নিজের মাথা আসমানের দিকে উঠালেন তো দেখলেন যে জান্নাতের দরজা খোলা রয়েছে আর ফেরেশতারা তার জন্য জান্নাতের মহল নির্মাণ করছে। হযরত আজরাইল عَلَيۡهِ السَّلَام হযরত বিবি আসিয়া رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهَا এর নিকট রুহ কবজ করার জন্য তাশরিফ আনলেন আর তাকে বললেন: জান্নাতে এই মহল আপনার জন্য, এটা শুনে হযরত বিবি আসিয়া رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهَا হেসে দিলেন তো সেই শারিরিক ব্যথা দূরীভূত হয়ে গেলো আর তিনি আল্লাহ পাকের দরবারে আবেদন করলেন: হে আমার প্রতিপালক! আমার জন্য তোমার নৈকটবর্তী জান্নাতে মহল তৈরী করো।

কুরআনে করীমে পারা ২৮ সূরা তাহরীম, আয়াত নম্বর ১১ তে ইরশাদ হচ্ছে:

www.dawateislami.net

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيۡنَ اٰمَنُوا امۡرَاَتَ فِرۡعَوۡنَ ۘ اِذۡ قَالَتۡ رَبِّ ابۡنِ لِيۡ عِنۡدَكَ بَيۡتًا فِى الۡجَنَّةِ وَنَجِّنِىۡ مِنۡ فِرۡعَوۡنَ وَعَمَلِهٖ وَنَجِّنِىۡ مِنَ الۡقَوۡمِ الظّٰلِمِيۡنَ

(পারা: ২৮, সূরা: তাহরীম, আয়াত: ১১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর আল্লাহ মুসলমানদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন ফিরআউনের বিবি, যখন সে আরয করলো, ‘হে আমার প্রতিপালক! আমার জন্য তোমার নিকট জান্নাতে ঘর তৈরী করো এবং আমাকে ফিরআউন ও তার, কর্ম থেকে থেকে মুক্তি দাও এবং আমাকে যালিম লোকদের থেকে মুক্তি দান করো।

হুযুরে গাউসে পাক শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: (হে মানব!) তুমিও নিজের বিপদে ধৈর্যধারণকারী হয়ে যাও কেননা যা কিছু আল্লাহ পাকের নিয়ামত জান্নাতে রয়েছে তা তোমার হৃদয় ও বিশ্বাসের চক্ষু দ্বারা দৃষ্টিগোচর হবে আর যা এখানে মুসিবত, পেরেশান রয়েছে তুমি সেগুলোর উপর ধৈর্যধারণকারী হয়ে যাবে। **(আল ফাতহুর রব্বানী, ১৩৩ পৃ:)**

ধৈর্য ও শোকরিয়া আদায় করো

হুযুরে গাউসে পাক শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: (হে আল্লাহ পাকের বান্দাগণ!) যদি তোমার ভাগ্যে নিয়ামত থাকে তবে সেটা তুমি অবশ্যই পাবে, তুমি সেটার আশা করো বা না করো অথবা অপছন্দ করো! আর যদি তোমর ভাগ্যে মুসিবত ও কষ্ট তোমার জন্য ফয়সালা হয়ে যায়, তবে তুমি সেটা অপছন্দ করো বা সেটা থেকে বাঁচার দোয়া করো না কেনো সেই মুসিবত তোমার উপর আসবেই। নিজের সমস্ত বিষয়াদি আল্লাহ পাকের নিকট অর্পণ করে দাও, যদি তোমাকে নিয়ামত দান করা হয়ে থাকে তবে কৃতজ্ঞতা আদায় করো আর যদি পরীক্ষার সম্মুখিন হও তবে ধৈর্য ধরো। **(কুলায়িদুল জাওয়াহির মাআ ফাতুহুল গাইব, ২৪ পৃ:)**

www.dawateislami.net

মুশকিলো মে দে সবর কি তাওফিক   আপনে গম মে ফাক্বত ঘুলা ইয়া রব

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৮০ পৃ:)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মসজিদ ও দরুদ শরীফ

আমাদের পীর ও মুর্শিদ, হুযুরে গাউসে পাক, শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হে উম্মতে মুহাম্মদ! আল্লাহ পাকের শোকরিয়া জ্ঞাপন করো কারণ পূর্বেকার উম্মতগণ যতো আমল করতো, আল্লাহ পাক তাদের তুলনায় তোমাদের সামান্য আমলের উপর রাজি হয়ে যান। মসজিদকে আবশ্যক করে নাও আর নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ করো। (আল ফাতহুর রব্বানী, ২৩, ২৪ পৃ:)

বাচে বে কার বাতো ছে পড়ে এ কাশ কাছরাত ছে
তেরে মাহবুব পর হার দম দরুদে পাক হাম মাওলা

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৯৯ পৃ:)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মুসলমানদের কল্যাণ

শাওয়ালুল মুকাররম, ৫৪৫ হিজরী, জুমার দিন ছিলো, আমার মূর্শিদে পাক হুযুরে গাউসে আযম শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের মাদরাসায় মুসলমান ভাইয়ের প্রতি সহানুভূতির বিষয়ে বয়ান করলেন, বয়ানের মাঝখানে মুর্শিদ বললেন: পবিত্র সেই সত্তা যিনি আমার হৃদয়ে মাখলুকের মঙ্গল করার স্পৃহা দান করেছেন এবং সৃষ্টির কল্যাণ করা আমার জীবনের বড় উদ্দেশ্য বানিয়েছেন। নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে

উপদেশ দাতা, আমি এটার উপর তোমাদের কোন প্রতিদান চাই না, আমার খুশি এতেই রয়েছে যে, তোমরা সফল হয়ে যাও! যদি তোমরা বরবাদ হও তবে আমি চিন্তিত হবো। **(আল ফাতহুর রব্বানী, ৪১ পৃ:)**

অত্যন্ত সহানুভূতিশীল

আমার পীর ও মুর্শিদ গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: হে লোকেরা! আমি তোমাদের দিকে শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য মনোযোগী হয়ে থাকি অর্থাৎ মনোযোগ আকর্ষণ করি, আমার ভিতর তোমাদের জন্য এমন সহানুভূতি ও দরদ রয়েছে যে, যদি সম্ভব হতো আমি তোমাদের স্থলে তোমাদের প্রত্যেকের কবরে নিজেই অবতরণ করতাম আর তোমাদের পক্ষ থেকে নাকিরাইন অর্থাৎ মুনকার নাকিরের উত্তরও প্রদান করতাম! **(আল ফাতহুর রব্বানী, ৩১৮ পৃ:)**

سُبْحٰنَ الله! সহানুভূতির কতো সুন্দর পদ্ধতি যে, আমার ক্ষমতা থাকলে তোমাদের স্থলে কবরে চলে যেতাম, মুনকার নাকির তোমাদের প্রশ্ন করলে সেটার উত্তর দিয়ে দিতাম।

আযিযো কর ছুকো তৈয়্যার জব মেরে জানাযে কো
তু লিখ দেয়না কাফন পর নামে ওয়ালা গাউসে আযম কা
নিদা দেয় গা মুনাদী হাশর মে ইউ কাদেরী কো
কাহা হে কাদেরী কর লে নাযারাহ্ গাউসে আযম কা

(ক্বাবালায়ে বখশিশ, ৯৮, ৯৯)

আল্লাহ্ পাকের সবচেয়ে বেশি প্রিয়ভাজন

আমার পীর ও মুর্শিদ গাউসে আযম শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ২২ জুমাদাল উখরা ৫৪৫ হিজরীতে নিজের মাদরাসার মধ্যে

www.dawateislami.net

বয়ানের মাঝখানে বললেন: হে সম্পদশালীরা! যদি দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ চাও তবে নিজের সম্পদের মাধ্যমে গরীবদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করো! এরপর তিনি একটি হাদীসে পাক বর্ণনা করলেন: আল্লাহ পাকের শেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: লোকেরা আল্লাহ পাকের পরিবার সদৃশ, আল্লাহ পাকের বেশি প্রিয় হলো সে যে আল্লাহ পাকের পরিবারের বেশি কল্যাণকামী।

(মাওসুআতে লি ইবনে আবিদ দুনিয়া, ৪/১৫৯, হাদীস: ২৪। আল ফাতহুর রব্বানী, ১১১ পৃ:)

হযরত আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মাখলুককে আল্লাহ পাকের পরিবার বলা রুপকভাবে, সত্যিকার্থে নয়, যেহেতু আল্লাহ পাক বান্দাদের রিযিকের যামিনদার ও পৃষ্ঠপোষক তো মাখলুক পরিবারের ন্যায় হয়ে গেলো, সত্যিকার্থে আল্লাহ পাক সন্তান, পরিবার থেকে পবিত্র, তো এই অর্থের দিক দিয়ে আল্লাহ পাক তাদের যামিনদার ও অভিভাবক, সকলের রিযিক তাঁর বদান্যতার দায়িত্বে নিয়ে রেখেছেন। পরিবার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মাখলুক আল্লাহ পাকের মুখাপেক্ষী আর আল্লাহ পাক তাদের প্রয়োজন পূরণ করেন। আরও বলেন: ভালো কাজের মধ্যে আল্লাহ পাকের দিকে পথ প্রদর্শন করা, শিক্ষা দেয়া, দয়াশীল হওয়া, অনুগ্রহ করা, তাদের জন্য খরচ করা ইত্যাদি দ্বীনি ও দুনিয়াবী কল্যাণের অন্তর্ভূক্ত। মুনিবের নিজের বান্দার উপর কারো অনুগ্রহ করাটা ভালো লাগে। এই হাদীসের মধ্যে মাখলুকের প্রয়োজনাদি পূরণ করার ও ইলম, সম্পদ, ইজ্জত, জায়িয সুপারিশ ইত্যাদি যা সহজ লাগে সেগুলোর মাধ্যমে উপকার করার ফযিলত বিদ্যমান। মানুষকে নেকীর দাওয়াত দেয়া, আল্লাহ পাকের রাস্তায় আহবান করা, ইলমে দ্বীন শিখানো, মানুষের প্রতি নম্রতা প্রদর্শন করা, মানুষের উপর দয়া করা, অনুগ্রহ করা, তাদের জন্য অর্থ ব্যয় করা,

www.dawateislami.net

মোটকথা (শরীয়তের সীমার মধ্যে থেকে) দ্বীনি বা দুনিয়াবি কোন ক্ষেত্রে মানুষের সাথে নেকী করা, কল্যাণ করা, এসবকিছু মানুষের কল্যাণ, উপকার করার অন্তর্ভূক্ত। **(ফয়যুল কদীর, ৩/৬৭৪, হাদীসের পাদটিকা: ৪১৩৫)**

মুসলমাঁ মুসলমাঁ কে খুঁ কা পিয়াসা হুয়া ওয়াক্ত আয়া আজব ইয়া ইলাহী
সভী এক হো জায়ে ঈমান ওয়ালে পায়ে শাহে আলী নসব ইয়া ইলাহী

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১০৮ পৃ:)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সর্বাবস্থায় কৃতজ্ঞতা

আমার মূর্শিদে পাক, শাহেনশাহে বাগদাদ, হুযুরে গাউসে পাক শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমার অসিয়ত হলো আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আসা বিপদের কথা কারো নিকট আলোচনাও করো না, চাই সে তোমার বন্ধু হোক বা শত্রু; বরং সেটার শোকরিয়া আদায় করো, কে আছে যার নিকট আল্লাহ পাকের কোন নিয়ামত নেই। তোমাদের নিকট এমন কতো নিয়ামত রয়েছে যেগুলোর ব্যাপারে তোমরাও জানো না, যদি তোমরা কল্যাণ ও নিজেদের নিকট নিয়ামত থাকার পরও আরো নিয়ামত আশা করো তবে এটার জন্য পূর্বের নিয়ামতকে জেনে বুঝে ভুলে গিয়ে, হালকা মনে করে আপন প্রতিপালকের নিকট অভিযোগ করবে তো তিনি পূর্বের বিদ্যমান নিয়ামত তোমাদের কাছ থেকে দূরীভূত করে তোমার সেই অভিযোগটি সঠিক করে দিবেন আর তোমার পেরেশানী দ্বিগুণ করে দিবেন এবং তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন সুতরাং তুমি অভিযোগ করা থেকে বেশি বেশি বেঁচে থাকো যদিওবা তোমার মাংস কাচি দ্বারা কেটে নেয়া হয়।

(শরহে ফাতুহুল গাইব, (উর্দু), ১৭০, ১৭১ পৃ:)

www.dawateislami.net

খলিফায়ে আ'লা হযরত মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বর্ণনা হলো: একবার আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অসুস্থ ছিলেন, আমি সমবেদনা জানাতে গেলাম, অবস্থা জিজ্ঞাসা করলাম: হুযুর! এখন অভিযোগের কী অবস্থা? বললেন: অভিযোগ কার উপর? আল্লাহ পাকের উপর তো না পূর্বে অভিযোগ ছিলো আর না এখন, বান্দার প্রতিপালকের উপর কেমন অভিযোগ! (সদরুশ শরীয়া বদরুত তরিকা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন:) আমি সারা জীবনের জন্য এই কাজ থেকে তাওবা করে নিয়েছি।

(ফাতাওয়ায়ে আমজাদীয়া, ২/৩৮৮ পৃ:)

আমাদের দেশে সচরাচর অভিযোগই বলে থাকে। আমার পেটের ব্যথার অভিযোগ, আমার পিঠের ব্যথার অভিযোগ, দারিদ্রতার অভিযোগ, মাথা ব্যথার অভিযোগ। অভিযোগ শব্দটি বলার পূর্বে ভেবে নেয়া উচিত যে, এটা দিয়েছে কে? তাঁরও কি অভিযোগ করা যায়?

আমার পীর ও মুর্শিদ গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ খুবই সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন যে, অভিযোগ করিও না। হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام এর উক্তি কুরআনে করীমে রয়েছে:

وَ اِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ

(পারা: ১৯, সূরা শুআরা, আয়াত: ৮০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর যখন আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি তখন তিনিই আমাকে আরোগ্য দান করেন।

অর্থাৎ আদব হলো এটি যে, অসুস্থতা, মুসিবত ও পেরেশানী নিজের দিকে সম্পৃক্ত করা, এইভাবে না বলা যে, আমাকে আল্লাহ পাক অসুস্থ করে দিয়েছেন বরং এইভাবে বলা: যখন আমি অসুস্থ হই তখন তিনি আমাকে শিফা দান করেন। শিফা, সুস্থতা একটি নিয়ামত। অনেক লোক এটা পর্যন্ত বলে দেয় যে, আল্লাহ পাক আমাকে সন্তান-সন্ততির নিয়ামত থেকে বঞ্চিত রেখেছেন, এটা অনেক কঠিন বাক্য, একটু চিন্তা করে দেখো তুমি আল্লাহ

www.dawateislami.net

পাকের কয়টি কথা মেনে চলো, কতটুকু আনুগত্য করো। অতএব আল্লাহ পাকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিওনা না। যদি কেউ এই বাক্য বলে তবে তার উপর রাগান্বিত হয়ো না, অনেক লোক এরকম বাক্য বলে থাকে, مَعَاذَ الله বলার সময় কারো এই নিয়্যত থাকে না যে, সে প্রতিপালকের বিরুদ্ধ অভিযোগ করছে।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়: অভিযোগ শুধুমাত্র একটি শব্দ। অর্থাৎ অনেক সময় আল্লাহ পাকের উপর অভিযোগ করা হয়ে থাকে যে, প্রতিপালক আমার সাথে এমনটি করলো কেনো? যদি আপত্তি পাওয়া যায় তবে বান্দা ইসলাম থেকেই বের হয়ে যাবে কিন্তু সাধারণত যেটা বলা হয় যে, রোগ-ব্যাধির অভিযোগ করে তার উপর হুকুম লাগাবেন না। আমিও আ'লা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর ঘটনা থেকে জেনেছি যে, অভিযোগ শব্দটি না বলা উচিত।

ধর্মিয় কিতাবাদি অনুশীলনের তাকিদ

প্রতি সপ্তাহে মাদানী মুযাকারায় একটি রিসালা ঘোষণা করা হয়ে থাকে, সেটার পিডিএফ ও অডিও রিসালাও (***Audio book***) ভাইরাল হয়ে থাকে। আপনি মাকতাবাতুল মদীনা ও ওলামায়ে আহলে সুন্নাতের কিতাবাদি অধ্যয়ন করতে থাকুন তো বিভিন্ন বিষয়াদি জানতে পারবেন। এখন তো জ্ঞান অর্জন করা সহজ হয়ে গেছে, এটা প্রসিদ্ধ যে, পিপাসার্ত ব্যক্তি কূপের কাছে যায় কিন্তু এখন কূপ নিজেই ঘরে ঘরে গিয়ে বলছে: আসো পিপাসার্ত ব্যক্তিরা! পিপাসা নিবারণ করো। কিন্তু আমরা পড়ার, শোনার জন্য প্রস্তুত নয়। আপনি পড়ুন, শুনুন দুনিয়া ও আখিরাতের অসংখ্য কল্যাণ অর্জিত হবে اِنۡ شَآءَالله।

www.dawateislami.net

মুশকিলো মে মেরে খোদা মেরি হার কদম পর মুয়াওয়ানাত ফরমা
সরফরায অর সুরখোরো মাওলা মুঝ কো তু রোযে আখিরাত ফরমা

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৭৫ পৃ:)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সবচেয়ে বেশি দয়াবান

সরকারে বাগদাদ, হুযুরে গাউসে পাক শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মানুষের উপর অধিকাংশ বিপদ আল্লাহ পাকের দরবারে অভিযোগ করার কারণেই অবতীর্ণ হয়ে থাকে। হে হতভাগা লোক! তুমি কোন মুখে আল্লাহ পাকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করো অথচ তিনি সবচেয়ে দয়াবান, অনুগ্রহশীল, তিনি তাঁর বান্দার উপর কোন অন্যায় করেন না। অনুগ্রহশীল মাতা-পিতার উপর কি অপবাদ লাগানো যায় অথচ নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَللّٰهُ اَرْحَمُ بِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ مِنَ الْوَالِدَةِ الشَّفِيْقَةِ بِوَلَدِهَا। অর্থাৎ আল্লাহ পাক মায়ের তার সন্তানের উপর দয়ার চেয়ে বেশি তাঁর বান্দার উপর দয়াবান।” **(বুখারী, ৪/১০০ পৃ:, হাদীস: ৫৯৯৯)**

হে আল্লাহ পাকের বান্দা! তুমি আদব ওয়ালা হয়ে যাও এবং মুসিবতের সময় ধৈর্যধারণ করো, আর যদি মুসিবতের সময় ধৈর্যধারণ করতে না পারো তারপরও ধৈর্য ধরো এবং শরীয়তের আহকাম পালন করো এবং আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির উপর সন্তুষ্ট থাকো, নিজেকে নিজে প্রবৃত্তির চাহিদা থেকে ফিরিয়ে নিজের মুখকে অভিযোগ করা থেকে বিরত রাখো। যখন তুমি এসব করে নিবে আর যদি তোমার ভাগ্যে কল্যাণ থাকে তবে আল্লাহ পাক তোমার পবিত্র জীবন ও খুশি বৃদ্ধি করবে আর যদি তাকদির (অর্থাৎ আল্লাহ পাক যা কিছু তোমার জন্য নির্ধারণ করেছেন

www.dawateislami.net

সেটার) জন্য পেরেশান হও, তাহলে আল্লাহ পাকের আনুগত্যের কারণে তিনি তোমাকে হেফাযত করবেন আর তোমাকে নিজের সন্তুষ্টির উপর সন্তুষ্ট রাখবেন যতক্ষণ না সেই পেরেশানী দূর হয়ে যায় আর প্রতিটি বিপদ আপন সময় পূরণ হওয়ার পর চলেই যায় যেমন রাতের পর দিন আসে তো সে নিজের আলোতে রাতের অন্ধকারত্ব দূর করে দেয়।

(ফাতুহুল গাইব, (উর্দু), ৫৪ থেকে ৫৬ পৃ:)

দৌলতে এইসি নিয়ামতে ইতনি বে গরয তু নে কিয়ে আতা ইয়া রব
তু করীম অর ভী এইসা কে নেহী জিস কা দোসরা ইয়া রব
তু হাসান কো উঠা হাসান কর কে হো মাআল খাইর খাতিমা ইয়া রব

(যওকে নাত, ৮৫, ৮৭ পৃ:)

অর্থাৎ হে আল্লাহ পাক! আমার যেনো ঈমান সহকারে মৃত্যু হয়। আমাকে ভালো মৃত্যু নসিব করো।

আ'লা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: মরণের সময় সন্নিকটে অর্থাৎ আমার দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার সময় ঘনিয়ে এসেছে আর নিজের আশা এটাই যে, মদীনায়ে তায়্যিবায় ঈমান সহকারে মৃত্যু আর জান্নাতুল বাকীতে সহজতার সাথে দাফন নসিব হোক আর তিনি ক্ষমতাবান। **(হায়াতে আ'লা হযরত, ৩/৪৬১ পৃ:)** আল্লাহ পাক আমাদেরকে কল্যাণের সাথে জান্নাতুল বাকীতে দাফন হওয়া নসিব করুক। আমিন

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রতিটি বিপদের পর স্বস্তি

আমার মূর্শিদে করীম, হুযুরে গাউসে পাক শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: অধিকাংশ এমন হয়ে থাকে যে, তুমি (পেরেশানী

www.dawateislami.net

ইত্যাদি অবস্থায়) বলো: আমি কী করবো? কোথায় যাবো? কী সমাধান করবো? তো উত্তরে বলা হয়: নিজের স্থানে অটল ও নিজের সীমাতিক্রম করো না (অর্থাৎ অধৈর্য হয়ো না) যতক্ষণ না তোমার নিকট তার পক্ষ থেকে প্রশস্ততা আসবে, যিনি তোমাকে এই অবস্থায় অটল থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ পাক ৪ পারা সূরা আলে ইমরান আয়াত নম্বর ২০০ তে ইরশাদ করেন:

اصۡبِرُوۡا وَصَابِرُوۡا وَرَابِطُوۡا ۟ وَاتَّقُوا اللّٰهَ

(পারা: ৪, সূরা: আলে ইমরান, আয়াত: ২০০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: ধৈর্যধারণ করো ধৈর্য (দ্বারা) শত্রুদের চেয়ে এগিয়ে থাকো আর সীমান্তে ইসলামী রাষ্ট্রের রক্ষণাবেক্ষণ করো এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাকো।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হুযুরে গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: "হে মুমিন বান্দা! আল্লাহ পাক তোমাকে ধৈর্যধারণের নির্দেশ দিয়েছেন অতঃপর ধৈর্যের মধ্যেও আধিক্যতা ও সেটার উপর দৃঢ়তার সাথে অটল থাকতে বলেছেন আর বলেছেন: আল্লাহ পাকের ব্যাপারে ধৈর্যধারণ ছুটে যাওয়াকে ভয় করো কেননা কল্যাণ ও নিরাপত্তা ধৈর্যের মধ্যে নিহিত রয়েছে। যেমনটি রেওয়ায়েতে রয়েছে: "ধৈর্য ঈমানের মধ্যে এমনই যেমন শরীরের মধ্যে মাথা।" এটাও বলা হয় যে, প্রতিটি জিনিসের সাওয়াব একটি পরিমাণ ও অনুমানের সাথে সম্পৃক্ত তবে ধৈর্য ব্যতীত, নিশ্চয় ধৈর্যের সাওয়াব হলো বিনা হিসাব। আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনের পারা ২৩ সূরা যুমার, আয়াত ১০ এ ইরশাদ করেন:

اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوۡنَ اَجۡرَهُمۡ بِغَيۡرِ حِسَابٍ

(পারা: ২৩, সূরা: যুমার, আয়াত: ১০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: ধৈর্যশীলদেরকেই তাদের প্রতিদান পরিপূর্ণভাবে দেয়া হবে অগণিতভাবে।

(শরহে ফাতহুল গাইব, (উর্দু), ২৫৪-২৫৫ পৃ:)

www.dawateislami.net

আমার পীর ও মুর্শিদ, গাউসে আযম দস্তগির হযরত শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আরও বলেন: হে বান্দাগণ! ধৈর্য দুনিয়া ও আখিরাতে প্রতিটি কল্যাণের মূল আর ধৈর্যের মাধ্যমেই মুমিন আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি পর্যন্ত পৌঁছে থাকে। ধৈর্যকে হাতছাড়া করা থেকে বেঁচে থাকো কেননা অধৈর্য দ্বারা দুনিয়া ও আখিরাতে লজ্জিত হবে।

(শরহে ফাতুহুল গাইব, (উর্দু), ২৫৬ পৃ:)

রোনা মুসিবত কা তু মত রো আলে নবী কে দিওয়ানে
কুরব ও বালা ওয়ালে শাহজাদো পর ভী তু নে ধিয়ান কিয়া?

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৯৭ পৃ:)

কল্যাণের ভিত্তি

হে বান্দাগণ! যদি তুমি চাও যে তুমি পরহেযগার ও আল্লাহ পাকের উপর ভরসাকারী হয়ে যাও তবে ধৈর্যকে অবলম্বন করো কেননা ধৈর্য হলো কল্যাণের মূল যখন ধৈর্য সম্পর্কে তোমার নিয়্যত শুদ্ধ হয়ে যাবে আর তুমি আল্লাহ পাকের জন্য ধৈর্যধারণ করবে তো তোমাকে সেই ধৈর্যের বিনিময় দেয়া হবে তো দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভকারী ও ভালোবাসা পোষণকারীদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে।

(আল ফাতহুর রব্বানী, ১৩৬ পৃ:)

মুসলমাঁ হো আগার ছে বদ হো সাচ্ছে দিল ছে করতা হো
তেরে হার হুকুম কে আ গে সারে তাসলিম খম মাওলা

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৯৭ পৃ:)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭৬৮৪৫০৩৪

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net